সাংস্কৃতিক সংকরায়ণ : কিছু লেখক, কিছু আখ্যান

কে কতখানি ভারতীয়, কতটা বিশ্বজনীন ও বহুজাতিক

বিক্রম শেঠ ও তার নির্বাচিত রচনা

বিক্রম শেঠ কতখানি ভারতীয়? তিনি কতটা বিশ্বজনীন? তাঁর মূল কোথায়? সর্বসাধারণ ক্ষেত্রের তুলনায় ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে পারদর্শিতা বিক্রম শেঠের চিরস্থায়ী সংশ্লিষ্টতা, ঊনবিংশ শতকের বৃটিশ আর রাশিয়ান উপন্যাসের প্রতি তাঁর অতীত আর্তিকে নির্দেশ করে।

বিক্রম শেঠের রচনায় অসাধারণ ও তৎক্ষণাৎ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল সাংস্কৃতিক সংকরায়ণ বা Cultural Hybridity। বিক্রমের কর্ম ভিন্ন মহাদেশে সংস্কৃতিতে এবং বিস্তার ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্রে ও ইংলন্ডে। এতে তাঁর সংকর সাংস্কৃতিক অনুরক্তি প্রতিবিম্বিত করে। তিনি বড় হয়ে ওঠেন ভারতবর্ষে, কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে তিনি অক্সফোর্ড, স্ট্যানফোর্ড ও চীনের নানজিং ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেন। আপাতক্ষেত্রে, শৈলী ও বিষয়বস্তুতে সামান্য হলে ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়, যদিও তিনি ধরন ও বিষয়বস্তু ঘন ঘন পরিবর্তন করেন। তবে তাঁর রচনায় বাহ্যিক ও গার্হস্থ্যক্ষেত্রে পরিবার ও সম্পর্ক স্থাপনে পুরনো ধরনের অনুরাগ উদ্ভাসিত হয়। পশ্চিম দুনিয়ার ভোগবাদিতা ও আধুনিকীকরণ, ভারতের পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ভাঙনের প্রভাবে সমকালীন আন্তর্জাতিক বিশ্বের অবিচল টিকে যাওয়া, ব্যক্তিগত সম্পর্কের অভাব তাঁকে মনোকষ্ট দেয়। তাঁর রচনায় সঙ্গীতের রূপকার্থে ব্যবহার অনবরত চোখে পড়ত, শিল্পের একাত্মীকরণের প্রভাবে গুরুত্ব আরোপিত হত যা সাংস্কৃতিক প্রান্তর অতিক্রম করে এবং সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি দান করে। এই পাঠ বিক্রম শেঠের প্রকৃত তথ্য ভিত্তিক সাহিত্য (non-fictional) রচনার গঠনকে পর্যবেক্ষণ করে এবং তিনটি উপন্যাসকে পরীক্ষা করে—The Golden Gate

Scanned with CamScanner

(1986), A Suitable Boy (1993) এবং An Equal Music (1999) —এই রচনাগুলি তাঁর সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্বের পরিধির উদাহরণ।

বিক্রম শেঠ চারটি কবিতাগুচ্ছ রচনা করেন—Mappings (1982), The Humble Administrator's Garden (1985), All You Sleep Tonight (1900) এবং গদ্যাকারে গল্প Beastly Tales (1991)। উপরন্তু তিনি তিনজন চৈনিক কবির কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করেন (1992)। কবি তিনজন হলেন Wang Wei, Li Bai, Du Fu।

তিনি একটি গীতিনাট্য লেখেন, Arion and the Dolphin (1994) যেখানে একটি জাহাজ ডুবি হয় এবং পরিত্যক্ত Arion-এর সঙ্গে এক ডলফিনের বন্ধুত্ব হয় যাকে বিশ্বাসঘাতকতা করে একজন মানুষ মেরে ফেলে—একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্যকীর্তি ও বিরহবিদুর কাহিনী যা বিক্রমের পরিহাসপূর্ণ ব্যঙ্গাত্মক সুর থেকে ভিন্ন। তিনি এক ভ্রমণকাহিনী লেখেন, তিব্বত থেকে নেপাল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, From Heavens Lake (1993) এবং Two Lives (2005), তাঁর এক ভারতীয় আত্মীয় শান্তি ও তাঁর জার্মান স্ত্রী হেন্নির জীবনকাহিনী।

Two Lives-এ শান্তি আর হেন্নি ইংলন্ডে প্রবাসন (emigrate) করেছিলেন এবং সেখানে তাঁরা সাংস্কৃতিক অভিযোজন করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। হেন্নি ইহুদী ছিলেন যিনি "নাৎসিদের ইহুদী নিধন যজ্ঞে" বা Holocaust-এ বেঁচে ছিলেন এবং পালিয়ে ছিলেন। ওর মা এবং বোনের Auschwitz-এ মৃত্যু হয়। হেন্নি পরে তাঁর আবাসিককে বিবাহ করেন। এই রচনাটি বিংশ শতক জুড়ে বিচরণ করে এবং নানা পর্যায়ে ডায়াস্পোরার অভিজ্ঞতা ও স্থানবিচ্যুতির অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করে। শান্তি ও হেন্নি ও 1970-এ বিক্রমের Tonbridge School-এ অধ্যয়নের জন্য যাত্রার ওপর যুদ্ধের ফলাফল ব্যক্ত করে। Tonbridge School-এ তাঁকে আপেলের মধ্যে কুচো চিংড়ি পরিবেশন করা হয়েছিল যা তিনি চেয়েছিলেন। হতচকিত বিহ্বল ইংরেজ স্কুল ছাত্রদের সামনে তিনি অন্যান্য ছাত্রদের গোপন চাহনির দ্বারা খাবার টেবিলে ছুরি, কাটাচামচের ব্যবহার শেখেন, যে চাহনির দ্বারা পশ্চিমে ভারতীয় ছাত্ররা সহজেই চিহ্নিত হয় (যে মুহূর্তে উপলব্ধ হয় যে বুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে নয়, বরং পশ্চিমী আদবকাদায় কতটা অভ্যস্ত তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য)। Tonbridge-এ তিনি মূলত Simon এবং Garfunkel-এর সঙ্গীতের সুর শুনতেন। অক্সফোর্ডে পড়াকালীন চেলো আর বাখ্-এর প্রতি আগ্রহ তাঁর পশ্চিমী সঙ্গীতের প্রতি ঘনিষ্ঠতর প্রীতির সূত্রপাত।

অতএব Two lives ডায়াস্পোরীয় অভিজ্ঞতা এবং অচেনাভাব এবং হয়ত পশ্চিমী চালচলনের সঙ্গে অনভ্যস্তাজনিত প্রত্যাখান, যা বিক্রম পশ্চিমে অধ্যয়ন

করতে গিয়ে জেনেছিলেন, বিবেচনা করার দৃষ্টিকোণে লিপিবদ্ধ করে। ডায়াস্পোরীয় সংস্রব সমকালীন ভারতীয় ইংরেজী ভাষায় রচনায় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, সলমন রুশদি, অমিতাভ ঘোষ, ঝুম্পা লাহিড়ী এবং অন্যান্যদের রচনায় তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। বিক্রম শেঠ স্বয়ং ডায়াস্পোরাজাত যদিও তাঁর নিজের কাহিনীতে ব্যক্তিগত, রাষ্ট্র এবং তাদের সংস্কৃতিতে একজন অভিজ্ঞ পরিযায়ীর (migrant) পরিবর্তে পরিদর্শক বা ধারাবিবরকের দৃষ্টিকোণে মনোযোগ নিবদ্ধ করা স্থির করেন। ভারতীয় ডায়াস্পোরীয় লেখকদের অবদান বিষয়ে বলতে গিয়ে অমিতাভ ঘোষ বলেন যে, 'ভারতীয় ডায়াস্পোরা শুধু বিশ্বসংস্কৃতির একটি আধুনিক শক্তির উৎস তা নয়, ডায়াস্পোরা বিশ্বসাহিত্যের বেশ কিছু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি ও সাহিত্যিক সৃষ্টি করেছে...' (The Imam and the Indian)।

বিক্রম শেঠের প্রথম কবিতা সংকলন Mappings-এ তিনি তাঁর যাযাবরীয় জীবনযাত্রা বিষয়ে Diwali কবিতায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন "The whole world means exile for our breed/who are not at home at home/And are abroad abroad" তিনি তাঁর সংকলনে উপকামিতার প্রসঙ্গ এনেছেন—পশ্চিমে যদিও সমকামিতা পড়তি বা অস্তমান প্রসঙ্গ কিন্তু ভারতে তা কুণ্ঠরিগত বিষয়। তাঁর রচিত কবিতা 'Dubious' এ তিনি লিখেছেন, "In the strict ranks of gay and straight/what is my status?/Stray? or great?" বিক্রম শেঠ তাঁর The Golden Gate-এ য়েড আর ফিলের সমকামী সম্পর্ককে সহানুভূতিশীলভাবে কিন্তু বিদ্রূপাত্মক সুরে বর্ণনা করেছেন যখন য়েড পাপবোধে আক্রান্ত হয়ে বাইবেলের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, যেখানে সমকামিতা হল নিষিদ্ধ ব্যাপার।

The Humble Administrator's Garden-এ তিনটি বিভাগে তিন ধরনের কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, চীনা, ভারতীয় এবং আমেরিকার কবিতা, বিভাগগুলির নামকরণ সে দেশের জাতীয় বৃক্ষের নামে করা হয়েছে—নিম (ভারতীয়), Wutong (চীন) এবং live Oak (ক্যালিফোর্নিয়া)। চীনা বিভাগটি চিহ্নিত বিশেষতঃ সেই কবিতাগুলি দ্বারা যা চীনা উদ্যানের আর চীনা বাদ্যযন্ত্র য়েরহু (erhu)-র মোলায়েম প্রভাবের কথা বলে। "All You Who Sleep Tonight" নববৈচিত্র্যের কবিতা বহন করে একটি বিশেষ বিভাগ চরিত্র, ইতিহাসের অবদমিত কণ্ঠস্বরের প্রতিনিধিত্ব করে যারা নাটকীয় ভাবে স্বাগত ভাষণ করে। আমরা শুনি কণ্ঠ বিরহী কবি গালিবের, Auschwitz-র এক আক্রান্তের, এক AIDS আক্রান্তের, আবার হিরোসিমায় অ্যাটম বোম ফেলার সাক্ষী এক ডাক্তারের কণ্ঠস্বর। যখন বিক্রমের কাহিনীগুলি পরিহাসপূর্ণ শোভনতা বজায় রাখে তখন তাঁর কবিতাগুলি বিষণ্ণ ও তমসাচ্ছন্ন যুদ্ধের সংস্রবও প্রকাশ করে। "Beastly Tales"-এ বিক্রম এক নতুন

Scanned with CamScanner

রূপকথা সৃষ্টি করেন। The Elephant and the Tragopan-এ তিনি তাঁর পরিবেশগত সংস্রব প্রকাশ করেন। মানুষ রিঙ্গল উপত্যকায় বাঁধ দিলে বিদ্রোহী tragopan একটি জঙ্গী দলকে এর বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেয় এবং নিহত হয় তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতি সম্পর্কে ধূসর মন্তব্য, যেখানে সম্মুখ ভাগে গণতন্ত্রের স্বৈরতন্ত্রের পরিচয় বহন করেন।

পুশকিনের Eugene Onegin-এর অবলম্বনে সনেটের আকারেণ The Golden Gate রচিত। বিক্রম শেঠের সাবেকী সনেট গঠন বিষয়বস্তুর, ক্যালিফোর্নিয়া ছিল স্বচ্ছলতার, স্বর্ণকলসের এবং শেষে ডায়াস্পোরীয় রামধানুর স্বপ্নের প্রতিনিধি। বিক্রম শেঠ এই জীবনের শূন্য প্রতিশ্রুতির উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা করেন এবং বাইরের সাফল্য আর অন্তরের উদ্বেগের বৈপরীত্যের ওপর আলোকপাত করেন। প্রথম সনেটে জন, একজন সকল yuppie, চিন্তা করেন, "... if I died, who'd be sad? Who'd weep? .... would anybody?" শুরু থেকে সনেট একটি উদ্বেগজনক সুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় যা পরে এর কেন্দ্রীয় আচ্ছন্নতায় পরিণত হয়; স্বচ্ছল সমাজে চরিত্রের ভালবাসার অন্বেষণ এবং জীবনমর্মের অন্বেষণ, যেখানে একাকীত্ব কর্তৃত্ব বিস্তার করে।

জন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেয়। সে তার পূর্বতন প্রেমিকা, জাপানী অভিবাসী Janet Hayakawa দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত। সে Liquid Sheep নামক একটা ব্যান্ডে ড্রামবাদক ছিল। জন লিজের প্রেমে পরে, লিজ একজন আইনজীবি এবং সে শেষপর্যন্ত কিলকে বিবাহ করে। য়েভের সঙ্গে কিলের সমকামিতার সম্পর্ক আছে। য়েভ হলো লিজের ভাই। জেনেত্ গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায়। এই জটিল এবং ক্ষণস্থায়ী সম্পর্কসূত্র বিক্রম শেঠের বিষয় ও পুঁজিবাদী তারাও আধুনিক স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব ও আধুনিকীকরণের ব্যর্থতা প্রতিবিম্বিত করে।

A Suitable Boy অবশ্য তুলনায় ভিন্ন স্বাদের। এই উপন্যাসে শ্রীমতী রূপা মেহরা তাঁর কন্যা লতার জন্য যোগ্য পাত্র অনুসন্ধান পর্বকে বর্ণনা করেছেন। লতা কবীর নামক এক মুসলমান যুবকের সঙ্গে স্বল্পকালীন প্রেম সম্পর্ক স্থাপন করেছিল যদিও ভারতে হিন্দু-মুসলমান বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন অকল্পনীয়। লতার পক্ষে পছন্দের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে যায় যখন এক বিচারক (Judge) পুত্র অমিত চ্যাটার্জি, বিক্রম শেঠ ধরনের ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয়। ওঁর পরিবার লতার কাছে অত্যন্ত উন্নাসিক মনে হয়েছে। দ্বিতীয় পছন্দ (শেষ পর্যন্ত যার সঙ্গে লতার ঘর বাঁধে) জুতো ব্যবসায়ী হরেশ, স্ব-প্রতিষ্ঠিত এবং আঞ্চলিক উচ্চারণদুষ্ট ইংরেজী বলে। এই চরিত্রটি বিক্রম শেঠের বাবার আদলে নির্মিত। A Suitable Boy's প্রকাশানার সময় একটি সাক্ষাৎকারে বিক্রম বলেছিলেন যে তিনি Jane Austen-এর সঙ্গে

কিছু মত যেমন, "Semi arranged marriages' ভাগ করে নেন, একই সঙ্গে তিনি তাঁর উপন্যাসে "Semi-Historical Terrian" অন্বেষণ করে (Hindustan Times)।

শ্রীমতী মেহরার পাত্র নির্বাচন উপন্যাসে অবশ্যম্ভাবী করেছে ভারতবর্ষের জন্য এক নতুন দেশনেতার অন্বেষণ। সার্বভৌম কংগ্রেস পার্টির রাজনৈতিক ভাগ্যের উন্নয়ন, নেহরুর মিশ্র প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও যার ওপর আলোকপাত করার কথা উল্লেখিত হয়েছে। নেহেরীয় সার্বভৌমত্ব ছিল রাষ্ট্রের প্রতি নিবেদিত শ্রেষ্ঠ বিকল্প। নেহেরীয় সার্বভৌমত্ব—যা ধর্মকে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নির্বাসন ঘটানোর এবং প্রকাশ্যে সর্বধর্ম সমন্বয়ের আভাস দেয়—অভব্য মায়ের রাজার মৌলবাদী সম্পাদক কার্যাবলী পরিপূরক হিসেবে নিবেদিত হয়। বিক্রম শেঠ নেহেরীয় সার্বভৌমত্বের মূলগত সমস্যাকে পালিশ করে যা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, ভারতের অ-হিন্দু সংগঠনের সদস্যদের প্রতি কিছু সুবিধা স্বীকার করে। সম্প্রতি হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে সুদৃঢ় যুযুধান সম্পর্ক গড়ে ওঠে উত্তর ভারতে, যেখানে বাবরি মসজিদ ও রাম জন্মভূমির যৌথ ক্ষেত্র অবস্থিত রয়েছে (বিশ্বাস করা হয় যে রাম এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন)।

বিক্রমের উপন্যাসে আলমগিরি মসজিদ আর শিবমন্দির নিয়ে একটা আবছা পর্ব আছে। মাঢ়ের রাজা একটি শিবমন্দির গড়তে চান (যা হিন্দু অঞ্চলে তৃতীয়তম) যা তিনি আলমগিরি (কাল্পনিক) মসজিদের পাশে গড়েছেন। মসজিদের ইমাম এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন মন্দির পূর্বাভিমুখী মক্কামুখী স্থাপিত হলে জনসমাবেশে জনতা শ্রদ্ধাবনত হলে তারা বাধ্যবাধক থাকবে বিধর্মের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনে। প্রাচীন এক শিবমন্দিরের পাথর নদী গর্ভে ছিল। মায়ের রাজা সেটিকে নদীর ধার থেকে পাহাড়ের ওপর পর্যন্ত সিঁড়ি দিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দড়ি ছিঁড়ে মস্ত পাথর গড়িয়ে নেমে যায়, কম্পনে অনেক পাথর ভেঙে যায়—যা হিন্দু মৌলবাদের কাল্পনিক অভিযোগপত্র ছিল।

ব্যক্তিগত ও সাধারণ ক্ষেত্রে মুসলমান হিন্দু বিদ্বেষ এবং বহুত্ব পুনরুল্লেখিত হওয়া এই উপন্যাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্রব। লতা এক মুসলমান যুবক কবীরের প্রেমে পড়ে, যেমন মান ভালবাসে মুসলমান বারাঙ্গনা বাঈদা বাঈকে। উভয়ক্ষেত্রে ভালবাসার অনিবার্য পরিণতি হল ধ্বংস। মান ফিরোজের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে পরে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে বলে। বইতারের নবাব, কবিস্বভাবসুলভ সম্পন্ন পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং নরমপন্থী মুসলমান যিনি উর্দু ভাষার জীর্ণতার জন্য দুর্ভাবনাগ্রস্থ। একজন যুগোত্তীর্ণ পুরুষ এবং সহিষ্ণুতা ও পূর্বকালীন মুসলমান আভিজাত্যের প্রতিভূ বা প্রতিনিধি। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে হিন্দু শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে

Scanned with CamScanner

হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়কামী সামঞ্জস্য সম্ভব। মুসলমান শাস্ত্রীয় সঙ্গীত গায়ক মজিদ খান এবং সাঈদা বাঈ একত্রে ধর্মীয় সঙ্গীত গান।

ব্রহ্মপুর (Brahmpur) একটি কাল্পনিক স্থান যেখানে যাবতীয় কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটি বেনারস, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদের মত উত্তর ভারতীয় শহরের সম্মিলিত স্থান। এটি নিখাদ একটি উত্তর ভারতীয় আঞ্চলিক শহর যার স্থাপত্যরীতি প্রাচীন ভারতের মুঘল যুগের, ঔপনিবেশিক কালের এবং আধুনিক ভারতের। সর্বগ্রগামী এবং পবিত্র গঙ্গার তীরে ব্রহ্মপুর যেন এক অনুবিশ্ব। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে মোগল ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য—বরশাতে মহল, ফ্যাশন দুরস্ত বেচাকেনার ক্ষেত্র—নবীগঞ্জ, অপেক্ষাকৃত পুরনো ব্রহ্মপুর যেখানে jatavas বা চামার (bather cleaning) শ্রেণী বাস করে, বারাঙ্গনা গণ বাস করে। তরবুজকা বাজার—ঔপনিবেশিক শিল্পোপকরণ, সবজিপোর ক্লাব এবং একটি দুর্গ। বিক্রম শেঠ রাস্তা-ঘাটের পরিচয় সম্বলিত মানচিত্র রচনা করার সময় ঐতিহাসিক অনুষঙ্গগুলি যা বিশেষভাবে বৃহত্তর উত্তর ভারতের আঞ্চলিক শহরগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্মরণে রাখেন। বিক্রম শেঠ তাঁর Golden Gate Bridge গ্রন্থে নির্মিত ভবনগুলি দ্বারা কোন তাৎপর্য গড়ে তুলতে পারেননি, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলিতে গেরেছেন।

An Equal Music গ্রন্থে বিক্রম শেঠের পাশ্চাত্য শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মধ্যে, যাতে ভারতীয়দের সাধারণভাবে অনুরাগ দেখা যায় না, তাঁর বহুজাতিক পরিচয় নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হয়ে ওঠে। এই উপন্যাসে শস্ত্রীয় সঙ্গীত রূপকার্থে সাক্ষ্য দেয় সমকালীন ইউরোপের শৈল্পিক ঐতিহ্যের উচ্চস্তরীয় সংস্কৃতির স্থায়ীত্বলাভ করা ও পুনরায় লাভ করা বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান। The Maggiore Quarter-এ মাইকেল একজন বেহলাবাদক, যেখানে এর সদস্যদের পেশাগত ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তারা একটি গোপন দল গড়ে তোলে যেখানে তারা পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা ও প্রীতি-মমতা উপভোগ করত। সাধারণ আবেগের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা জীবনের অর্থ বিক্রম শেঠ দিয়েছেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত জাতীয় পরিসীমা ও যুগের উর্দ্ধে উঠেছে। মাইকেল ভিয়েনা, ভেনিস হয়ে লন্ডনে গিয়ে Schumann এবং Schubert বাজিয়েছিলেন। আনন্দদায়ক 'Trout' হতাশাব্যঞ্জক মুহূর্তে স্বান্ত্বনা আনে।

মাইকেল এক কসাই-এর সন্তান, দশ বছর বাদে ও পূর্বতন প্রেমিকার সঙ্গে তার দেখা হয়, যার সঙ্গে একবার ঝগড়ার পর দুজনে আলাদা হয়ে যায়। তাদের দুজনের তীব্র আবেগ। সঙ্গীতের জন্য সামাজিক দূরত্ব দূরীভূত হয়। সঙ্গীতের জগতে অর্কেষ্ট্রায় পদমর্যাদা নির্ভর করে কার কোথায় অবস্থান তার ওপর। দুজনেই বধির ও বিবাহিত হলেও জুলিয়া চরিত্রটি গঠনে, তাকে বাসে বিসদৃশভাবে পর্যবেক্ষণ

করার (Dr. Zhivago ফিল্মের ছায়ায়) এবং সেভাবে এক বন্ধুর কাছ থেকে গোপনে ফোন নম্বর যোগাড় করার মধ্যে খেলোমি আছে। বিক্রম শেঠ ধারাবাহিকভাবে তন্ময়, প্রতিদানহীন প্রেম বা ভালবাসায়, যা অবশ্যই ওপরের স্তরে নষ্ট হয়ে যায়।

জুলিয়া আর মাইকেল মিলিত হয়, আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কিন্তু তাদের সত্যিকারের পরিপূর্ণতা যে সঙ্গীতে তা তারা ভোলে না, তাই প্রতিবাদহীন নিঃস্বার্থ ভালবাসা এই উপন্যাসে সহজেই পুষিয়ে যায়। মাইকেল বাদক থেকে শ্রোতার পরিণত হয় এবং শ্রোতার আসন থেকে জুলিয়ার গান শোনে। নারীবাদী তত্ত্বানুযায়ী এইটি সঠিক গ্রহণযোগ্য বিপরীত ভূমিকা যেখানে জুনিয়া সক্রিয় গায়নশিল্পী আর মাইকেল নিষ্ক্রিয় শ্রোতা। বিকল্পভাবে, জুলিয়ার গান শ্রবণ করা গ্রহণযোগ্যভাবে পুং ঈক্ষণরতি পরিণত হয়। মাইকেলের হতভাগ্য অন্য প্রেমিকা ভার্জিনিয়া স্বল্প স্বীকারোক্তি প্রাপ্ত হয় কিন্তু তা সে গ্রাহ্য করে না। বিক্রম শেঠের পরিবেশনের মধ্যে প্রকাশ পায় যে মাইকেল যেন সমস্ত দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়। The Tononi বেহালা হলো এই উপন্যাসের রূপকার্থে স্বাধীন এবং মূল প্রবক্তা। The Golden Gate-র মতো এটি একটি চিরস্থায়ী শিল্পকর্ম যা প্রেমাচ্ছন্ন মাইকেলকে স্থায়ী সম্পর্ক নিবেদন করে। মিসেস ফ্রমবি উইল করে অমূল্য Tononi বেহালাটি কসাই পুত্র মাইকেলকে দান করে যান, যিনি দীনহীন স্তরের হয়েও চেষ্টা, পরিশ্রম ও বুদ্ধি দ্বারা সমাজে উচ্চস্তরে আরোহন করেন, ট্রফি জেতেন ঠিক The Suitable Boy-এর হরেশের মত। বিক্রম শেঠের মধ্যবিত্ত শ্রেণির জয়লাভ সুপরিস্ফুট।

বিক্রম শেঠের কাল্পনিক কাহিনি কিছু সাধারণ সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন করে যদিও তা ভিন্নতর ক্ষেত্র অন্বেষণ করে। সাধারণ ক্ষেত্রের তুলনায় ব্যক্তিগত ক্ষেত্র হলো বিক্রম শেঠের চিরস্থায়ী সংস্রব। ঊনবিংশ শতকের বৃটিশ এবং রাশিয়ান উপন্যাসের প্রতি তাঁর স্মৃতি মেদুরতা একেই নির্দেশ করে। এখানেই তিনি গুরুত্বপূর্ণভাবে তাঁর সমসাময়িক লেখক যেমন রুশদি, অমিতাভ ঘোষ, রোহিনটন মিস্ত্রির থেকে পৃথক। বরং তিনি অপেক্ষকৃত প্রাচীন লেখক যেমন আর কে নারায়ণ এবং অনিতা দেশাই-এর মানসিকতার কাছাকাছি। বিক্রম শেঠ কতটা ভারতীয়? কতটা বহুজাতিক? তাঁর মূল কোথায় প্রোথিত? বিক্রমকে এই প্রশ্নগুলি সাধারণ ভাবে জিজ্ঞেস করা হয়। এটি নির্দেশ করে যে তিনি সরলভাবে কোন সমসাময়িক কাল্পনিক গ্রন্থ রচনার একক ঐতিহ্য বহন করেন না। তিনি সেই ছলনাময় জাতকতা বজায় রাখেন যিনি একজন আন্তর্জাতিক লেখক হয়েও যিনি বিশ্বনাগরিক।

Two lives

হৃদয় বিদারক কাহিনি নিয়ে নতুন গ্রন্থ, একটি বিবাহের ও দুটি জীবনের

Scanned with CamScanner

কাহিনি-লেখক আন্তর্জাতিক সর্বোচ্চ বিক্রিত A Suitable Boy-এর বিক্রম শেঠ। বিংশ শতাব্দীর অষ্টম বর্ষে, অষ্টম মাসে এবং অষ্টম দিনে শান্তি বিহারী শেঠ জন্ম গ্রহণ করেন, শতাব্দী সমাপ্তির দু বছর আগে তিনি মারা যান। তিনি যে ভারতবর্ষে বেড়ে ওঠেন সে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন ছিল আপাতভাবে বলিষ্ঠ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুর্বল। তাঁকে ১৯৩০-এ খৃ. বার্লিনে ডাক্তারি ও দন্ত চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করতে পাঠানো হয়েছিল, যদিও তিনি এক বর্ণ জার্মান জানতেন না। ব্রিটেনে পরিযানের (migrate) পুর্বে ওখানে তাঁর ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হয়।

Helga Genda Caro যাকে সবাই হেল্লি নামে ডাকে 1908 খৃ: বার্লিনে একটি ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। পরিবারটি সংস্কৃত মনস্ক, দেশভঙ্গ এবং ভীষণভাবে জার্মান। যখন এই পরিবার শান্তিকে অর্থের বিনিময়ে তাদের গৃহে বাস করবার অনুমতি দিল তখন হেল্লির প্রথম প্রতিক্রিয়া হল, "Don't take the black man" কিন্তু বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র একমাস আগে হেল্লি হিটলার শাসিত জার্মানি ছেড়ে ইংলন্ডে পলায়ন করেন এবং ভিক্টোরিয়া স্টেশনে তাঁর নিজের দেশের যে চেনা মানুষটির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, তিনি হলেন শান্তি।

বিক্রম শেঠ একসঙ্গে দুজনের আশ্চর্যজনক গল্প গেঁথে তোলেন যা বিস্তারিত ভাবে বিবৃত করে ভারত থেকে এই সন্তানহীন দম্পতির কাছে প্রপৌত্র কিশোর ছাত্র বিক্রম শেঠের আগমন। ফলত ভারতবর্ষের চালচিত্র, তৃতীয় Reich এবং ২য় বিশ্বযুদ্ধ, Auschwitz এবং Holocaust, ইজরায়েল এবং প্যালেস্টাইন, যুদ্ধোত্তর জার্মানি এবং 1970-এর ব্রিটেন নিয়ে অভূতপূর্ব পরিস্থিতির জটিল, বিচিত্র বুনন গড়ে ওঠে।

Two lives হলো দুজন জীবিত ব্যক্তির দৃষ্টিকোণে পরিলক্ষিত হিংসাশ্রয়ী শতাব্দীর ইতিহাস ও তাঁদের বন্ধুত্ব, বিবাহ এবং স্থায়িত্ব অথচ জটিল ভালবাসার ঘনিষ্ঠ চিত্রকল্প, উভয়ই। কিছুটা জীবনী, কিছুটা স্মৃতিকথন, কিছুটা সত্যকাহিনি নিয়ে আমাদের বর্তমান লেখকদের অন্যতম বিক্রম শেঠের এ এক গাম্ভীর্যপূর্ণ কথন।

অমিতাভ ঘোষ ও তার নির্বাচিত রচনা

The Hungry Tide – অমিতাভ ঘোষ

গঙ্গা নদী হিমালয় পর্বতমালায় উদ্ভূত হয়ে উত্তর ভারত অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়। নদীর ব-দ্বীপগুলো দ্বীপবহুল সমুদ্র, সুন্দরবন গড়ে

তোলে। সুন্দরবন, যেখানে সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছাস তিনশত কিলোমিটার জুড়ে পরিব্যাপ্ত যা ক্রমাগত দ্বীপপুঞ্জগুলিকে পুনর্গঠন বা গলধঃকরণ করছে। জোয়ারের সময় শুধুমাত্র জঙ্গলের চূড়াটুকু দৃষ্টিগোচর হয়। এটি একটি ঢেউ-এর দেশ, রয়েল বেঙ্গল বাঘ, বিরাটাকার কুমির, হাঙ্গর, সাপ, দুর্ভেদ্য জঙ্গলই এখানকার বৈশিষ্ট্য আর সঙ্গে কিছু সামান্য মানুষ যারা এখানে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা করছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে Sir Daniel Hamilton একটি ইউটোওপিও সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন যে, একদল মানুষ যারা ওখানে বসবাসে ইচ্ছুক, যারা পরস্পর পরস্পরকে সমানভাবে, যারা জাতপাতের বিচারে কাউকে ছোট বড় দেখে না তাদের নিঃশর্তে জমি দান করার প্রস্তাব রাখেন। বড় কঠোর এখানে বেঁচে থাকা, কেননা এখানে অধিকাংশ নারী অল্পবয়সে বিধবা হয়ে যায় এবং সমুদ্রের জল চাষের জমিকে প্লাবিত করে কর্ষণের অযোগ্য করে দেয়।

সুন্দরবন, এটি একটি ঢেউ-এর দেশ, যেখানে অমিতাভ ঘোষ তাঁর প্রতি-শ্রুতিবদ্ধ উপন্যাস স্থাপন করেন। The Hungry Tide দুটি চরিত্রের দৃষ্টিকোণে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। কানাই দত্ত, দিল্লীবাসী এক ব্যবসায়ী এবং পিয়া রায়, একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক যে ঢেউ-এর দেশের বিরল প্রজাতির Irrawaddi dolphin নিয়ে গবেষণা করতে এসেছে। কানাই একজন প্রশিক্ষিত অনুবাদক এবং একটি সফল অনুবাদ প্রতিষ্ঠানের মালিক লুসিবাড়ি দ্বীপে এলেন মাসি নীলিমার সঙ্গে দেখা করতে। কানাই একজন গর্বিত ও উদ্ধত মানুষ ছিল এবং নিজের সম্পর্কগুলো সবসময় নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেষ্টা করে। নীলিমা তাকে বর্ণনা করে, এক ধরনের ব্যক্তি যে বিপরীত লিঙ্গের কাছে নিজেকে দুর্নিবার বলে ভাবতে চেষ্টা করে। দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীতে এমন আহম্মক নারীর অভাব নেই যারা পুরুষদের এই অহংকে তৃপ্ত করতে সহায়তা করে এবং কানাই সবসময় এমন নারীরই সন্ধান থাকে।

বয়ঃসন্ধির সময় কানাই সুমিবাড়িতেই অতিবাহিত করেছে। ওর অত্যাধিক অহংকার ও ঔদ্ধত্যের কারণে স্কুল থেকে শাস্তি হিসেবে বহিষ্কৃত করলে ওর বাবা-মা ওকে লুসিবাড়িতে পাঠিয়ে দেন। নীলিমা কানাইকে আহ্বান জানান কেননা তাঁর স্বামী নির্মল ওর জন্য একটি বান্ডিল রেখে যান। নির্মলের মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বছর পরে এই বান্ডিল পাওয়া যায়। নির্মল এবং নীলিমা সুন্দরবনে আসেন যখন তাঁর আন্দোলনকারী মতাদর্শ কলকাতায় তাঁদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। নীলিমা একটি সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন যা সহায়তা ওষুধ বিতরণ করে এবং শেষাবধি একটি হাসপাতাল গড়ে তোলেন, যখন নির্মল জীবিকা অর্জনের জন্য স্থানীয় স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। 1970 সালে কানাই যখন

Scanned with CamScanner

ওখানে ঘুরতে গেছিল কুসুম নামে এক যুবতী ওখানে বাস করত। নির্মলের জীবনের শেষ পর্যায়ের কিছু ঘটনা সম্বলিত কাগজপত্রের বান্ডিল কানাই-এর জন্য রাখা হয়েছে যাতে ঘটনাসমূহ কুসুমের জীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় এবং তার (কুসুমের) পুত্র ফকির, বাস্তুচ্যুত মানুষের প্রলংকর সংগ্রাম যা নতুন সমাজ গড়ে তোলে মরীচ ঝাঁপির দ্বীপে।

পিয়া রায় 'বাঙ্গালী' (Bangla parent) বাবা-মার সন্তান, যে Seattle -এ অভিবাসন করে। মাঠে ময়দানে কাজ করতে অভ্যস্ত পিয়া জীবনের নিঃসঙ্গতা ও কঠোরতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। পিয়াকে প্রায়ই এমন জায়গায় কাজ করতে যেতে হয় যেখানকার আদবকায়দা রীতিনীতি বা ভাষা কিছুই অজানা থাকে না। নদীর শুশুক নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তাকে শুধুমাত্র energy-bar বা ও ভালটিনের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হতো। পিয়া সুন্দরবনে এসেছে এই বিরল জাতীয় প্রাণীর সন্ধানে কিন্তু এর সূচনাটি মসৃণ হয়নি। বৈধ অনুমোদনের সঙ্গে তাকে সরকারি পথ প্রদর্শক ও পাহারাদার নিতে বাধ্য করা হয়। তাদের খামখেয়াল তাকে ফকিরের ছোট্ট নৌকোয় এনে ফেলল, যে তার নিজের ছেলের সঙ্গে কাঁকড়া শিকার করছিল। ফকির ওকে লুসিবাড়িতে নিয়ে আসে যেখানে পিয়া, কানাই এবং ফকির সবার রাস্তা মিশে যায়।

সুন্দরবন পটভূমিকায় 'The Hungry Tide' উপন্যাসটি অমিতাভ ঘোষ এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে প্রত্যেকটি চরিত্র সমান গুরুত্ব পেয়েছে। স্যর হলিস্টনের কাছ থেকে পুরুষানুক্রমে পাওয়া নয় বরং বন্ধুর পরিবেশে সংগ্রামের মাধ্যমে সামাজিক স্তর বিলুপ্ত হয়ে যায় কেননা বন্ধুর পরিবেশে বেঁচে থাকার লড়াই-এ সবাই সমান হয়। এই বিষয়ই সমগ্র উপন্যাসে ধারাবাহিকভাবে চলেছে। নির্মল, একজন কবিমনোভাবাপন্ন ক্রমাগত মনে মনে Rilke-কে আবাহন করেন। তাঁর জীবন দারিদ্রের সঙ্গে অতিবাহিত হয়েছিল, যেহেতু তিনি কখনই তাঁর আন্দোলনকারী মতাদর্শের সঙ্গে আপোস করেননি—তিনি অবসরের চিন্তা করেন। নীলিমা, তাঁদের বৈবাহিক সম্বন্ধে বাস্তব দিকটি রক্ষা করেন, একটি সমবায় সমিতি গঠন করে বহু মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেন। সে কারণে তিনি এমন কিছু করতে রাজি নন যাতে সরকারের বিরাগভাজন হবেন কেননা সরকারি সাহায্য তাঁর প্রয়োজন। তাঁদের মধ্যবিত্ত পরিবেশে গড়ে ওঠা এবং কলেজশিক্ষা জীবনে বিলাসিতা আনেনি কিন্তু যে সেবা তাঁরা ঢেউ-এর দেশে দান করেছেন তার জন্য স্থানীয় মানুষের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। এই জীবন কানাই উপলব্ধি করে না, সুন্দরবনে তাঁর ঐশ্বর্য, অহংকার, পরিচারকের কোন মূল্য নেই। সে নিজেকে ফকিরের চাইতে উন্নততর জীব মনে করে অথচ নদীর বুকে বেঁচে থাকার

জন্য ফকিরের দক্ষতা তার প্রয়োজন হয়। পিয়া নিজেকে শুশুকের নিকটতর বলে মনে করে। কানাই-এর অনুবাদদক্ষতা, ফকিরের স্থানীয় নদী এবং বন্য প্রাণী জীবন সম্পর্কে জ্ঞান তাঁকে গবেষণায় সাহায্য করে।

সব সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ফকির, হয়ত এই উপন্যাসে ওই একমাত্র সত্যকারের আত্মা। ও একজন অশিক্ষিত মানুষ কিন্তু নদী বা নদী নির্ভর বন্য জীবন সম্পর্কে যে কোন বহিরাগতের, যারা ওকে বুঝতে চায় না, চাইতে অধিক অবগত। পিয়া, ফকির এবং তার জীবনের—যা পরিবেশের সুরের সঙ্গে সুরে মেলে, প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। কানাই পিয়ার প্রতি আকৃষ্ট অথচ ফকিরের প্রতি ঈর্ষাবশত: স্থির করে শুশুক (dolphin) গবেষণার জন্য নদীপথে যাত্রায় সেও ওদের সঙ্গ দেবে। তিনজনে একটি নৌকোয় চড়ে ঢেউ-এর দেশে যাত্রা যা শেষপর্যন্ত তাদের জীবনের চিরস্থায়ী পরিবর্তন ঘটায়।

The Hungry Tide উপন্যাসটি নানা মতাদর্শে পরিপূর্ণ, কোনটির কোন সহজ উত্তর নেই। কানাই বা পিয়ার জন্য বিজ্ঞান বা ব্যবসার কাঠামো দিয়ে গড়া যেখানে তারা সব কিছু সাদা কালো দেখে। সুন্দরবনের মত অঞ্চল যেখানে তরঙ্গ পরিবেশকে নিত্যদিন পাল্টে দেয় সেখানে কোন কিছু চিরস্থায়ী বা নিত্য নয় এবং জীবনের সবকিছু ধূসর রঙে রঞ্জিত। এটি এমন একটি জায়গা যেখানে বাঘ শত শত মানুষকে মেরে ফেলে কিন্তু যেহেতু এটি একটি সংরক্ষিত প্রজাতি তাই বাঘ ধ্বংস করার অর্থ হলো সরকার পক্ষের কাছে গ্রামটিকে শাস্তির চৌহদ্দিতে এনে তোলা। এই পরিবেশে যেখানে জীবন এত ভঙ্গুর সেখানে কোন ব্যক্তির সারসত্তা অন্তঃস্থল অবধি ভেঙে যায়। অমিতাভ ঘোষ ঢেউ-এর দেশের সমাজ ও চরিত্রগুলোর বাঁধ ভেঙে দিতে চান।

অতএব The Hungry Tide হলো পৃথিবীতে নিজের স্থান অনুসন্ধানের জন্য প্রতিটি মানুষের সংগ্রাম। এটি কোন ক্রমাগত কর্মকান্ড ও রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনাময় উপন্যাস নয়। এই কারণে উপন্যাসের গতি শ্লথ হয় না। অমিতাভ ঘোষ প্রতিটি পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন ঢেউ-এর দেশের ইতিহাস, স্থানীয় দেবদেবীর গাথা, বৈজ্ঞানিক তথ্য, প্রতিটি চরিত্রের অতীত কাহিনি এবং নির্মল রচিত কুসুম ও তার পুত্রের দিনলিপি। কিছু ক্ষেত্রে ইতিহাস এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য কাহিনিকে ছাপিয়ে যায়। এভাবেই চলে যতক্ষণ না নদীতে চূড়ান্ত মহাযাত্রা শুরু হয়। যাঁদের সুন্দরবন সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে, তাঁদের বা Cetology-র হয়ত এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাকে বইকে টেনে নিয়ে যাওয়া মনে হতে পারে। এই বিচিত্রতার ব্যাখ্যা, যতই সেটা বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক হোক না কেন চরিত্রগুলির জীবনধারার মতই আকর্ষণীয়। উপন্যাসের তথ্যাংশকে অগ্রাহ্য করা যেত তাহলে খুবই উপকার হতো।

Scanned with CamScanner

একটি সামান্য অভিযোগ যদিও সম্পূর্ণ উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে The Hungry Tide-এ সাধারণ কিছু মানুষ যারা পরস্পর পরস্পারের সঙ্গে বন্ধনাবদ্ধ এবং এমন একটি বিচিত্র সুন্দর স্থানে, যা ওদেরকেও সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলতে পারে। এটি মানুষের আবেগের ভিত্তিমূল, যেমন—ভালবাসা, ঈর্ষা, অহংকার, বিশ্বাসের দ্বারা পার্থক্য তৈরি করে। ঢেউ-এর দেশের ক্ষেত্রে যে চরিত্রগুলি, তাদের অনুসরণ করলে এই শিক্ষা আমরা লাভ করি।

বিশাল (এবং হয়ত সংক্ষিপ্তাকারে) স্বাধীনোত্তর বিশ্বে যে জাতিসমূহ এবং একে অপরের কাছে ঘনিষ্ঠাকারে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে এবং সংস্কৃতিসমূহ দ্রুত গতিতে জোর হচ্ছে এবং একে অপরের দ্বারা আচ্ছন্ন হচ্ছে সেখানে স্বাভাবিকভাবে পার্থক্যের ওপর আলোকপাত হয়। মানুষ কীভাবে বিভিন্নতাকে মোকাবিলা করে—জনবসতিতে, প্রাকৃতিক সম্পদে, গাত্রবর্ণে, মূল্যবোধে, পোশাকে, ভাষায়, ধর্মে—যা মানুষের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সন্তাপের পশ্চাতে রয়েছে।

বোধগম্য রূপে বলা যায় যে এটাই হল সমসাময়িক রচনার মূল বিষয়বস্তু। জাতি বংশ এবং শ্রেণি বিভেদের কারণ অনুসন্ধান দ্বারা অমিতাভ ঘোষের সাম্প্রতিক উপন্যাস The Glass Palace আকর্ষণ করে। কিন্তু তাঁর পঞ্চম উপন্যাসের কেন্দ্রস্থল অন্যত্র সরে যায়। The Hungry Tide-এ অন্য মানুষের অন্তর্লোক দর্শন করা, সংযোগের গভীর কেন্দ্রীয় বোধ, বস্তুর সত্যকার তাৎপর্যের উন্নয়ন ঘটায়। বিভেদ নিছক চলার পথের প্রকৃতি।

অমিতাভ ঘোষের প্রসিদ্ধ নির্মাণকৌশলের অভিনবত্ব ও অসাধারণ কল্পনাশক্তির পরিচায়ক এই উপন্যাসটি। শিরোনাম থেকেই কাহিনির একটি ছন্দ আছে, নানা ঘটনার মধ্যে একটি তরঙ্গ বয়ে যায়, চরিত্রগুলির জীবনের নানা মুহূর্ত সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে ত্রুটিহীন ভাবে অঙ্কিত হয়। অমিতাভ ঘোষ একজন মোহসঞ্চারী লেখক ও নিয়ন্ত্রক, শুধুমাত্র বাস্তবধর্মী বর্ণনা নয়, সরস উক্তির দ্বারা তিনি পাঠককে সীমাহীন আনন্দ দান করেন।

অস্ট্রেলিয়ার আয়তনের দুই পঞ্চমাংশে ভারতবর্ষ, কিন্তু নাটকীয়তায় ভরপুর। পূর্বাভিমুখী উপকূল, সুন্দরবন, নদী আর দ্বীপের গোলকধাঁধা। সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ঝড়ের বিষয়, বাঘ, কুমীর, সাপ আর দেশের কয়েক হাজার সহায় সম্বলহীন মানুষ দ্বারা পরিপূর্ণ। এক শতক আগে ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন এমন একটি বন্যা অধ্যুষিত দ্বীপে এক মাত্রীয় ইটোওপিয়া গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, অমিতাভের কাকা এই প্রজেক্টের একজন শিক্ষক ও ম্যানেজার ছিলেন। এবং সেটি তাঁর ভাইপোর পরবর্তীকালের কল্পনাশ্রয়ী বৃত্তান্ত ও বিহ্বলকারী গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

The Hungry Tide-কে মহাকাব্যিক উপন্যাস না বলে মৌলিক উপন্যাস

বলা যায়। এটি মানুষের অবস্থানকে বিশেষ মর্যাদা দেয় না যাতে পাঠক সঠিকভাবে প্রত্যাশা করতে পারে।

মহাকাব্যিক চতুর্থ উপন্যাসের মত নয় যে, The Hungry Tide-এ কয়েকটি চরিত্র এবং কেবল একমাসব্যাপী ঘটনাসমূহ বহন করে, যা কিছু টুকরো টাকরা ঘটনাপুঞ্জ সবই অতীত কাহিনি। উপন্যাসের মূল আকর্ষণ এখানে নয় যে পাঠক কোনো চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন ভাবতে পারেন না। কাহিনির সূত্রপাত হয় সুন্দরবন প্রবেশের মুখে এক রেলওয়ে স্টেশনের দুটি চরিত্রের ঘটনাচক্রে সাক্ষাৎকারের মধ্যে। আদর্শহীন পরিবেশনের মধ্যে তাদের কেউই সূচনায় কোন প্রত্যাশা জাগায়নি।

পিয়া ভারতীয় উদ্ভূত, এক আমেরিকান শুশুক (dolphin) আর সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী নিয়ে অধ্যয়ন করার সুবাদে বিশ্ব পরিক্রমা করে। সে একজন Cetologogist এবং তার কর্ম সুবাদে বিশেষ সামাজিক হতে পারে না। কানাই সমধিকভাবে সুশিক্ষিত, নিজের ভাষায় সে নিজেকে সর্বোত্তমভাবে বর্ণনা করে, সে হল, "a certain kind of Indian male, overbearing, vain, self-centred yet for all that, not unlikeble."

পিয়া স্থানীয় নদীতে শুশুক সংক্রান্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে প্রস্তুত হচ্ছিল, কোথায় শুশুক যায় এবং কেন ইত্যাদি, সম্মুখীন হচ্ছিল অরুচিকর চরিত্র এবং ঘটনাসমূহের যা তার অধ্যয়ক বিষয়ক সাফল্যের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কানাইকে তাঁর মাসিমা ডেকে পাঠান। তিনি এক বান্ডিল কাগজ, যা তাঁর স্বর্গত স্বামী কানাই-এর জন্য রেখে গিয়েছিলেন, কানাই-এর হাতে তুলে দেন। মেসোমশাই-এর বিষয় এবং যাবতীয় যে রহস্য কানাই যেন অবশ্যই তা উদ্- ঘাটিত করে।

তৃতীয় প্রবক্তা হল অশিক্ষিত জেলে, ফকির, যে দু'জনের অন্বেষণের চাবিকাঠি। পিয়া এবং ফকির দু'জন ভিন্নভাষী, কিন্তু পরিবেশের ওপর গভীর জ্ঞান আর পিয়ার জ্ঞানতৃষ্ণা এবং যে সাহায্য তারা পরস্পরকে বিতরণ করে তাতে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ সম্পূর্ণতা লাভ করে। যদিও, যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এবং প্রাথমিক সম্পর্কস্থাপনের সুযোগ সত্ত্বেও বলা চলে এই কাহিনীর মূল শক্তি হল আবেগের অনুপস্থিতি।

The Hungry Tide কে একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস না বলে মৌলিক কাহিনী বলা চলে। এটি মানুষের অবস্থানকে বিশেষভাবে মর্যাদা দেয় না যাতে পাঠক সঠিকভাবে প্রত্যাশা করতে পারে এবং আবশ্যিকভাবে নয় এক শ্রেণীর ওপরে (প্রতিনিধিস্বরূপ সরল বুদ্ধিমান জেলে) আর এক শ্রেণীর (শিক্ষিত শ্রেণীর) বুদ্ধি বিবেচনার আরোপন। যদিও কাহিনীর সূচনা হয় এমন বিভিন্নতার মধ্যে যেখানে

Scanned with CamScanner

বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে অপূর্ব সামঞ্জস্যতা আছে এবং আমরা দেখতে পাই প্রজাতিসমূহ শ্রেণী লিঙ্গ এবং জাতি অতিক্রম করে যায়। এই অতিক্রম্যতা নদীর শুশক বাঁচানোর প্রচেষ্টার মধ্যে প্রিয়ার বুদ্ধিমত্তার প্রতি লেখকের সমান ও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশংসার দাবী রাখে।

শেষাবধি নদীর শক্তি, ঢেউ, বাতাস, ঝড় ইত্যাদি অদম্য খেলোয়াড়রা যারা জীবনের খেলা খেলে—সারা জীবন—এবং উপাদান রাজ্যকে অতিক্রম করে।

বাঘের প্রতিচ্ছবি, যে ঝড়ের মুখ থেকে সাঁতরে ফেরার পরিশ্রমে ক্লান্ত, পারিপার্শ্বিকের বিষ বাতাসের পরিবেষ্টনী থেকে নিজেকে রক্ষা করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় বারংবার ঘুরে ফিরে আমাদের আঘাত করে। সেটি এত ভীত আর সন্ত্রস্ত যে তার শিকারের (মানুষ) ওপর নজর দেয় একটা ধ্বংসের সামনে দুজনে দাঁড়িয়ে নীরব সাক্ষী হবার নিশ্চেষ্টতায়।

যে কেউ বিশ্বাস করতেই পারে যে স্থানীয় উপকথা এই কাহিনীর বুনন সূত্র, যা প্রকৃত এবং এতটাই ঘনিষ্ঠ যে স্থানীয় মানুষের পরিবেশের সঙ্গে অন্তঃক্রিয়ার স্থাপত্য নির্মাণ গড়ে ওঠে। কিন্তু তারপর, যে কেউ বিশ্বাস করতেই পারে যে অমিতাভ ঘোষ এই উপকথা নিজের জন্য সৃষ্টি করেছেন যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই শতকের প্রথমার্ধে বিশ্বব্যাপী বর্বরতায় প্রতিবিম্বিত হয়।

এটি একটি পুনঃপ্রতিশ্রুতিপূর্ণ সুসভ্য গ্রন্থ যেখানে জ্ঞান খচিত রয়েছে এবং অভিজ্ঞতার প্রতিনিধিত্ব, আরো একবার বলা যায়, গভীর সন্তোষজনক।

অমরদ্বীপ সিং, Lehigh University-র Associate Professor of English বলেছেন, "The Hungry Tide একজন ঔপন্যাসিকের প্রতিভার শীর্ষস্থানে থাকাকালীন উপন্যাস" অমিতাভর নজর এড়িয়ে যাওয়া শ্রেষ্ঠ রচনা The Glass Palace-এর স্টাইল ও সুর এর সঙ্গে মেলে। মিল থাকলেও, খুব সামান্য সম্ভাবনা এবং আরো সীমিত পরিধির চরিত্রগুলো মনে হয় পূর্বের গ্রন্থের তুলনায় অনেক বেশী সহজলব্ধ। অমিতাভ সম্ভব করেছেন তাঁর The Hungry Tide-কে প্রকৃত অর্থে Page turner করার। গ্রন্থটি সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রিত ও প্লটসমৃদ্ধ—তাঁর প্রতীকচিহ্ন (Trade mark) ইতিহাস বদলের উল্লেখ করেছেন।

The Glass Palace প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মহাকাব্য—পাশাপাশি কাহিনী বলে

১. ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর (নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস) ২য় বিশ্বযুদ্ধকালীন

২. বার্মায় আধুনিকত্বের আগমন, বিশেষত রবার এবং টিক্ গাছের ব্যবসায়ীর অন্তর্ভুক্তির

৩. মালয়েশিয়ার ব্যাপক স্থানান্তিকরণ ও গণ্ডগোলের মধ্যে ভারতীয় পরিযায়ী (migrant) শ্রমিকদের পরিস্থিতির। প্রতিটি সমান্তরাল Sub plot উপন্যাসের মূল ধারণাগত প্লটের জন্য আবশ্যিক এবং প্রতিটির উপস্থিতি ঔপন্যাসিকের যথেষ্ট গবেষণার পরিচায়ক। পাশাপাশি অবস্থান হেতু বাংলাদেশ আর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে বন্ধন গড়ে তোলে। এই উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি আধুনিক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস একত্রিত করার দাবি করেন—এক গভীরভাবে অখণ্ড ভারতীয় মহা সাগরীয় নিম্নভূমি। এই বিস্তৃত সুযোগ, সচেতন গবেষণা এবং বিস্তৃত বিবরণে মনোযোগ অমিতাভর "Indo-Anglian" [Indo-Anglian= ভারতীয় লেখকসমূহ যাঁরা ইংরেজীতে লেখেন] সমস্থানীয়দের মধ্যে অপ্রতুল বা অভাব। প্রকৃতই, রুশদি, মিস্ত্রি বা শেঠ যাঁদের যথেষ্ট শক্তি থাকা সত্বেও এই প্রচেষ্টা করেননি, যা অমিতাভ করেছেন।

The Hungry Tide, প্রতি তুলনায় বলা চলে ভৌগলিকতায় যথেষ্ট সংকীর্ণ, জায়গাটি বঙ্গোপসাগরে, সুন্দরবন দ্বীপাঞ্চলে সীমায়িত। বলা চলে বঙ্গদেশের প্রসারিত এলাকায় অবস্থিত। এটিকে যথেষ্ট ধারণাগতভাবে সীমায়িত বলা চলে। নানা বিঝড়িত চরিত্র বিন্যাসের (Plot)-এর পাশে এই কাহিনীতে শুধু দুটো ধারণাগত বিন্যাস আছে। প্রথমত এটি উদ্‌ঘাটিত করে স্থানান্তরিত মানুষের দুরবস্থা (অমিতাভর পরিচিত বিষয়), এখানে বিশেষত 1979 সালে বাংলাদেশ থেকে আগত একদল উদ্বাস্তু ভারতের বিরোধিতার সম্মুখীন হলো। আর অন্য ধারণাগত প্রশ্ন কীভাবে মানুষ পশুদের (এখানে শুশুক ও বাঘ) সঙ্গে এক জটিল আর ভংকর ecosystem ভাগ করে নেয়।

পিয়ালী রায় এক marine biologist, শুশুক (Dolphin) নিয়ে অধ্যয়ন করেন। পিয়ালীর পূর্বসুরীরা বাংলাদেশবাসী ছিলেন। অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে দ্বীপাঞ্জলে পরিদর্শন করার সময় পিয়ালী Irawaddy Dolphin-এর সমুদ্রের মধ্যে কিছু অদ্ভুত আচরণ আবিষ্কার করেন। এবং বঙ্গোপসাগর হল বাংলার বাঘের পুরনো বাসস্থান, যেখানে তারা বন্য অবস্থায় থাকতে পারে। তারা নানা আন্তর্জাতিক পরিবেশরক্ষণ দলের দ্বারা উৎসাহজনক ভাবে সংরক্ষিত হয় (যারা ভারত এবং বাংলাদেশ উভয় দেশের সরকারকে সেনাবাহিনীর দ্বারা ব্যাঘ্র সংরক্ষণের জন্য চাপ দেয়)। কিন্তু ব্যাঘ্র সংরক্ষণের (বা, বলতে পারি সঞ্চয়ন) নামে মানুষের জিন এখানে সন্ত্রস্ত। বাঘকে পিটানো হয় এবং কখনো কখনো এর দ্বীপবাসীকে মেরে ফেলে। দ্বীপবাসীকে রক্ষা করার জন্য যদিও আধুনিক কৌশল ব্যবহার করা উচিত কিন্তু রাজ্যের তাতে দৃক্‌পাত নেই। অমিতাভ মনে করেন, সুন্দরবনে মানুষের বসবাসের মূল্য বাঘের বাস করার থেকেও কম।

Scanned with CamScanner

সুন্দর বন নিয়ে লাকের বলা কাহিনীর প্রতি অমিতাভর এক নৃতাত্ত্বিক ঝোঁক আছে। আঞ্চলিক উপকথাগুলি যা বিধিবদ্ধ ধার্মিক ও জাতীয় ইতিহাসকে বিপর্যস্ত করে। তাঁর অনেক গ্রন্থেই দেখা গেছে, 'আঞ্চলিক সত্যতার' প্রতি সূক্ষ্মদর্শী অনুসন্ধান যার দ্বারা বৈধ ইতিহাসের সমালোচনা করেছেন। এখানে 'আঞ্চলিক' বা 'স্থানীয় সত্য' হলো সুন্দরবন বঙ্গোপসাগরের মধ্যে ঘন দ্বীপাঞ্চলপূর্ণ স্থান, যা ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ ভর করে দাঁড়িয়ে। ভাটির এর দেশের মানুষদের নিজেদের উদ্ভব সম্পর্কে যে জনশ্রুতি তা মুখে মুখে প্রচার করে। তাদের নিজস্ব স্থানীয় বা আঞ্চলিক ধর্ম আছে—তারা 'বনবিবি' নামক দেবীকে পুজো করে। 'বনবিবি'-র কাহিনীতে সুদৃঢ় মুসলমান প্রভাব আছে। এই ধরনের সমন্বয় সাধনের সঙ্গে অমিতাভর পাঠকরা পরিচিত—তাঁর 'In an Antique Land' এটি মূল কেন্দ্র, গ্রন্থটি যেখানে কাল্পনিক, সংকর-সাংস্কৃতিক রচনার উদাহরণ।

ভাটির দেশ আপেক্ষিকভাবে বাংলার প্রত্যন্ত এলাকা কিন্তু এটি একটি বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্র হিসেবে দেখা সম্ভব। প্রবক্তা কানাই, একজন পেশাদার অনুবাদক যে তাঁর স্বর্গত মেশোমশাই-এর নোটবই পায় এবং নিম্নোক্ত পংক্তি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে :

"There is no prettiness here to invite the stranger in : yet, to the world at large this archipelago... is to know why the name 'tide country' is not just right but necessary."

সমস্ত দীপাঞ্চল সাইক্লোন দ্বারা অপসারিত হয়ে যায়। হাজার হাজার মানুষ ও জীবজন্তু নিয়মিতভাবে এই ঝড়ের প্রকোপে মারো যায়। এই প্রাকৃতিক সর্বনাশার পাশাপাশি হল মনুষ্যসৃষ্ট—ইতিহাসের ঝঞ্ঝা। অমিতাভের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট দুই হল সক্রিয়ভাবে পরস্পরের জন্য পরোক্ষপমা। এই পরোক্ষপমা সৌন্দর্য অমিতাভর রচনায় ঐতিহাসিক ঘটনার (বিশ্রুত) রূপ এবং বুনোট গড়ে তোলে যা ব্যাখ্যাতীত। কিন্তু এখানে বিপদও আছে : কিছু নির্দিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও ভাষণ মারিচঝাঁপির মত বিধ্বংসিতার দিকে ঠেলে দেয়। অমিতাভর ইতিহাসের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গী তাতে তার পরিবর্তে এই ধরনের নিষ্ঠুর বা জঘন্য ঘটনাকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। বা কিছু ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিশ্চয় কিছু নায়কের ওপর বর্তাবে।

ঝুম্পা লাহিড়ী ও তার নির্বাচিত রচনা

Interpreter of Maladies — ঝুম্পা লাহিড়ী

ঝুম্পা লাহিড়ীর গল্পের মধ্যে এক সাধারণ সূত্র হল 'বিদেশী' হওয়া। তাঁর চরিত্রগুলো অর্থপূর্ণ সংযোগের আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু তারা যা চায় তা প্রায়শই পায়

না। তারা চেষ্টা করে অপরিচিত জগৎকে অধিগ্রহণ করতে বা প্রায়ই সাফল্য লাভ করেই। কেউ গৃহাকুল, অনেকে ভুল বোঝাবুঝি শিকার।

'Mrs. Sens'-এ ঝুম্পা একজন মহিলার সংগ্রামের ঘটনাপঞ্জী লিপিবদ্ধ করেন যিনি প্রতিবেশ থেকে দূরে চলে গেছেন। এখানে কথক এগারো বছরের এলিয়ট আর মিসেস সেন তার স্কুলের পরের সময়টুকুর জন্য তার দেখাশোনা পরিচর্যা করেন। তিনি সম্প্রতি তাঁর অধ্যাপক স্বামীর সঙ্গে ভারতবর্ষ থেকে নিউ ইংলন্ড শহরে স্থানান্তরিত হয়েছেন। গাড়ি চালাতে তিনি জানেন না। আমরা জানতে পারি মিসেস সেনের কাজ করার কোন আর্থিক প্রয়োজনীয়তা নেই, তাঁর অধ্যাপক স্বামী যেহেতু ব্যস্ত থাকেন শুধু তাঁর সময় কাটানোর ব্যবস্থার জন্য কাজ করা।

এলিয়টের মা প্রথমে সংশয়ী ছিলেন। তাঁরা মিসেস সেনের বাড়িতে একটি সাক্ষাৎকারের জন্য গিয়েছিলেন এবং এলিয়ট সেখানে গিয়ে তাদের এপার্টমেন্টের অদ্ভুতত্ব লক্ষ্য না করে পারেনি যে কীভাবে জুতোগুলো সামনের দরজার সামনে একটা বই-এর তাকের ওপর পর পর সাজান আছে বা টেলিভিশন বা কোন এক টুকরো কাপড় দিয়ে ঢাকা আছে। মিস্টার এবং মিসেস সেন হাওয়াই চপ্পল পড়া এবং মিসেস সেন খুব সুন্দর শাড়ি পরেছেন। "Yet it was his mother, Eliot had thought, in her cuffed, beige shorts and her rope-soled shoes, who looked odd."

এলিয়ট মিসেস সেনের একাকীত্ব সম্পর্কে, নতুন সংস্কৃতিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা সম্পর্কে তাড়াতাড়ি সচেতন হয়ে গেল। মিসেস সেন এলিয়টকে আশঙ্কিত করে প্রশ্ন করেন, "Eliot, if I began screaming right how at the top of my lungs, would someone come?" তিনি ব্যাখ্যা করেন, ভারতবর্ষে বাড়িতে "... just raise your voice a bit, or express grief or joy of any kind, and one whole neighborhood and of another has come to share the news, to help with arrangements."

তিনি দুপুরের বেশ খানিকটা সময় তরি-তরকারি কেটে সময় কাটান, নিজের এবং মিস্টার সেনের জন্য আড়ম্বরপূর্ণ রান্নার আয়োজন করে। তিনি এলিয়টকে বলেন যে তিনি যে বিরাট বটি ব্যবহার করতেন তা তিনি সঙ্গে এনেছেন। যখনই কোন বড় অনুষ্ঠান হয়, "... my mother sends out word in the evening for all neighborhood women to bring blades just like this one, and then they sit in an enormous circle on the roof of our building, laughing and gossiping and slicing fifty kilos of vegetables through the night."

দুপুরে যখন এলিয়ট কমপ্লেক্সের শেষে বাস থেকে নামত মিসেস সেন তখন

Scanned with CamScanner

সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন, এবং বোঝা যেত যে তিনি অনেকক্ষণ ধরে প্রতীক্ষারত। তিনি এলিয়টকে হাল্কা জলখাবার দিতেন যা তিনি নিজের হাত খরচ থেকে কিনতেন এবং তারপর তারা গাড়িতে উঠে কমপ্লেক্সে গাড়ি চালানো অভ্যাস করতেন। মিসেস সেনের মূল রাস্তায় স্বামীকে ছাড়া গাড়ি চালানোর অনুমতি ছিল না। এলিয়ট ধীরে ধীরে মিসেস সেনের সঙ্গী, অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর বিষাদের সাক্ষী হয়ে ওঠে। সে আবিষ্কার করেছিল যে তিনি দুটি জিনিসের জন্য বেঁচে থাকেন যা তাঁকে সুখী করত—দেশ থেকে চিঠি আসা আর সমুদ্র থেকে আসা টাটকা মাছ। যেহেতু তিনি গাড়ি চালাতে জানেন না, তাঁকে মাছের বাজার যাবার জন্য স্বামীর ওপর নির্ভর করতে হতো। কিন্তু মিস্টার সেন খুব ব্যস্ত থাকতেন আর স্ত্রীর বারংবার অনুরোধে বিরক্ত হয়ে উঠতেন। একবার তাই মিসেস সেন এবং এলিয়ট বাসে করে বাজার গেছিলেন, এবং ফেরার পথে এক সহযাত্রী মিসেস সেনের গন্ধযুক্ত ব্যাগ, যা তিনি কোলে নিয়ে বসে ছিলেন, সম্পর্কে অভিযোগ জানায়।

এলিয়টের মাধ্যমে, আমরা মিসেস সেন, "the odor of mothballs and cumin" সহ, তাঁর গাড়ি চালানো শিখতে ভয় এবং হতাশা, এলিয়টের মা-র সঙ্গে সংযোগ স্থাপনা সম্পর্কে সহানুভূতি বোধ করি। তিনি সব সময় চাইতেন এলিয়টের মা আসুন এবং বাসর ঘরে বসে তাঁ রান্না করা খাবার খান, "His mother nibbled Mrs. Sen's concoctions with eyes cast upward, in search of an opinion. She kept her knees pressed together, the high heels she never removed pressed into the pear colored carpet. 'Its delicious' she would conclude, setting down the plate after a bite or two. Eliot knew she didn't like the tastes, she'd told him so once in the car."

A Temporary Matter-এ এক তরুণ দম্পতি, যাদের বিয়েটা অনুভূতিশূন্য হয়ে গেছে, বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে একটি বিজ্ঞাপ্তি পায় যে তাদের পাড়া বা বসতি প্রতিদিন বিকেলে আটটা নাগাদ এক ঘণ্টা করে বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে। এভাবে চলবে পাঁচদিন। প্রথম রাতে তারা দু'জনে Candlelit dinner সারে। স্বামী সুকুমারের বয়ান অনুযায়ী জানা যায় বহু মাসের মধ্যে এটাই তাদের প্রথম একত্রে খাওয়া। সে একটি প্রচেষ্টা করে—টেবিলে পাতার সুন্দর সূচীশিল্প সমৃদ্ধ চাটাই পাতে আর ওয়াইন গ্লাস বার করে। সে যখন প্রস্তুতি নিতে থাকে, আমরা জানতে পারি যে তাদের একটি বাচ্চা জন্মেছিল যে জন্মের সময়ই মারা যায়। সুকুমারের স্ত্রী শোভা খুব কর্মক্ষম এবং গুছানো ছিল। সে সময়মত সর্বত্র টাকা জমা দিত এবং সে সবসময় বিস্ময়ের জন্য প্রস্তুত থাকত। এখন সে

বিক্ষিপ্তচিত্ত, বিমনা ওর পোশাক ঘরের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। যন্ত্রণার প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন। শোভা সব কিছু থেকে দূরে সরে থাকে, অনেক দেরী অবধি কাজ করে, ঘরে নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। সুকুমার ক্রমশ নির্জনবাসী হয়ে পড়ে, নিজের কাজের প্রতি মনোযোগী হতে পারে না।

রাতের খাবারের সময় শোভা একটি খেলার প্রস্তাব দেয়, যা সে সাধারণ নিজের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে খেলত, বিদ্যুৎ সংযোগ চলে গেলে। এই খেলাতে প্রত্যেকে যোগদান করবে এবং অন্যের সঙ্গে এমন কিছু ভাগ করে নেবে যা সে আগে কখনও বলেনি। শোভা বলল, সে এবং সুকুমার যখন ডেটিং করছিল তখন সে সুকুমারের ঠিকানা লেখার খাতায় খুঁজেছিল নিজের নাম। সুকুমার উন্মোচিত করল যে প্রথম দিন ডেটে বেড়িয়ে সে রেঁস্তরার আর্দালিকে বখশিস দিতে ভুলে গিয়েছিল পলে পরের দিন অন্য শহরের ঐ রেঁস্তরায় আবার তাকে যেতে হয়েছিল। পরিনামস্বরূপ সুকুমার এবং শোভার উভয়পক্ষেই অনুদ্‌ঘাটিত ঘটনাপঞ্জীর বিনিময় হয় ঐ অন্ধকার রাত্রে। প্রকাশিত হয়, "the little ways they'd hurt or dissappointed each other, and themselves."

যদিও সুকুমার খেলার প্রথমে সতর্ক ছিল, খাবারের জন্য অপেক্ষা করছিল এবং প্রত্যাশার সঙ্গে বিনিময় হচ্ছিল, Something happened when the house was dark. They were able to talk to each other again.". সুকুমার আশান্বিত হয়ে উঠেছিল, যে তাদের সম্পর্ক আবার পুনর্জীবিত হয়ে উঠছে। চতুর্থ রাত্রে তারা সহবাস করে।

কিন্তু সুকুমার শোভার খেলাটা বুঝতে ভুল করেছিল। এসময় ও ভেবেছিল যে তারা পরস্পরের নিকটবর্তী হচ্ছে, যেন তারা তাদের মনোবেদনা ভুলে যেতে পারবে। সুকুমার শোভার শেষ স্বীকারোক্তিতে জানতে পারে যে সে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চায়। সে পঞ্চম রাত্রে বাড়ি ফিরে ঘোষণা করে যে সে লীজ্-এ দস্তখত করেছে, "All this time she'd been looking for an apartment, testing the water pressure, asking a Realtor if heat and hot water were included in he rent. It sickened Shukumar. Knowing that she had spent these past evenings preparing for a life without him. He was relieved and yet he was sickened."

সুকুমার আমাদের জানায় যে শোভার একটি মাত্র সান্ত্বনা যে তাদের সন্তানের লিঙ্গ তারা জানে না। শোভা বিশ্বাস করে এই তথ্য রহস্যাবৃত থাকায় আঘাত হ্রাস পায়। সে চেয়েছিল শুধুমাত্র বিস্ময় হয়ে থাকতে। যাই হোক, শোভার অজান্তে সুকুমার হাসপাতালে তার সন্তানকে কোলে করেছিল ডাক্তার নিয়ে যাবার আগে

Scanned with CamScanner

এবং সে জানে যে সে ছিল পুত্র সন্তান। যখন বোঝা গেল আর পরিত্রাণের উপায় নেই তখন সুকুমার তার শেষ স্বীকারোক্তি করল।

'A Temporary matter' ঝুম্পার নয়টি কাহিনীর মধ্যে সবচাইতে সঞ্চালনকারী। এত কোমলভাবে রচিত যে কাহিনীর শেষে আমরা শোভা এবং সুকুমার দু'জনের জন্য দুঃখ অনুভব করি যে কী তারা ভাগ করে নিল আর হারালো, "for the things they now knew."

Hell-Heaven—ঝুম্পা লাহিড়ী

এই কাহিনী ভদ্রলোকদের—অভিজাত বাঙালি একটি পরিবারের আমেরিকায় ১৯৭০-এ পরিযান এবং দুই সংস্কৃতির বিপরীত স্রোত ও অন্তঃস্রোতের বৃত্তান্ত। কাহিনীর নায়ক প্রণব চক্রবর্তী এবং কাহিনীটি পরিবারের কন্যা ঊষার জবানীতেই শোনা যায়—প্রথম পুরুষে পুরোটাই।

এই লেখাটি রচনাটির আঙ্গিক বিষয়ে বা সমালোচনা নয়। কাহিনীর বিষয় হল ভালবাসা, যাকে আজকের দিনে 'যৌনতা' হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়, শ্রেয়োবাদের এক নন্দনতত্ত্ব (aesthetics of hedonism)।

কাহিনীটি একটি অসাধারণ তথ্যচিত্র—যেখানে ঊষা বিপরীত সাংস্কৃতিকর পরিমণ্ডলে কীভাবে বেড়ে ওঠে তা প্রতিফলিত মনে। প্রথমে তার মনে আকর্ষণ বাসা বাঁধে, তারপর অভিসার (dates), তারপর তার প্রেম-ভালবাসা যা ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের (মনে করি আমেরিকান পুরুষ) সঙ্গে তার সহবাস ঘটায় এবং শেষ অবধি হৃদয়ভঙ্গ হয় প্রণবের কাহিনী শেষ হওয়ার সাথেই। এই সময় ঊষা তিরিশ বছর বয়সে পৌঁছয়, মধ্য বয়সে—আর কিছু দিনের মধ্যে হয়ত মেনোপোজে পৌঁছবে। ওর মা-র বয়স পঞ্চাশ ছোঁয়।

ইতিমধ্যে ওর মা ঊষার জীবনযাত্রাকে মেনে নিতে শুরু (আত্মসমর্পণ) করেন এবং মেয়েকে সান্ত্বনা দেন এই বলে যে সে নিশ্চয় জীবনে প্রেমাস্পদ কাউকে পাবে—আমরা যেমন হিন্দীতে বলি, "Tu Nahin, Aur Sahi, Aur Nahin, Aur Sahi" "তুমি নও, অন্য কেউ, সে নয় তো আরো অন্য কেউ।"

এখনকার দিনে, এই হলো সাধারণ অভিজ্ঞতা সর্বত্র, বিদেশী রাষ্ট্রে অভিবাসীদের মধ্যে শুধু নয়, ভারতবর্ষে পর্যন্ত। সম্পদ, সমৃদ্ধি, উদ্বৃত্ত... এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, দরিদ্রদের মধ্যে শুধু নয়, স্বচ্ছলদের মধ্যেও দেখা যায়। স্বচ্ছল বা রক্ষণশীল সমাজেও এর কোন সদুত্তর নেই। বয়স্করা নিদারুণ ভাবে অসফল। ইতিমধ্যে যুবসম্প্রদায় তাদের পছন্দ বা বিকল্প খুঁজে পেয়েছে। ঐতিহ্যশালী নৈতিক মূল্যবোধ বা ধর্মীয় অনুজ্ঞার ভিত্তিতে নয় সে বিকল্প। বাস্তবে হিংস্রতা বা কার্যত হিংস্রতাকে বাদ দেওয়া যায় না।

পঞ্চাশ বছর বয়সে ঊষার মায়ের ব্যবহার বয়সোচিত মনে হয় না। তিনি যেন বয়ঃসন্ধিকালে আটকে আছেন।

UNACCUSTOMED EARTH—ঝুম্পা লাহিড়ী

9/11 থেকে এই দেশে যে স্পর্শকাতরতা জেগে উঠেছিল—আজীবন নাগরিকদের সন্দেহের তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল কারণ তারা বিদেশী উচ্চারণের নাম ধারণ করত এবং আগন্তুকদের অঙ্গুলিছাপ নেওয়ার মাধ্যমে তাদের অসম্মানিত করার যে রীতি, তা সহজেই ভুলিয়ে দেয়। যে আমেরিকা সম্পর্কে ধারণা উদারতার প্রাণশক্তি ধারণ করে, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে বাঁচে, অতীত নিয়ে নয়। সাম্প্রতিক আতঙ্ক এই স্বপ্ন, বৃহদাংশে সত্যি হয়েছে। এবং এটাই বাস্তব সত্য যে আমেরিকা এখনও এমন একটি স্থান যেখানে বাকি বিশ্বের সবাই আসে নতুন করে আবিষ্কারের জন্য। দূরের রীতিনীতির সংকোচন এবং স্বাচ্ছন্দ্যকে পেছনে ফেলে আসার উত্তেজনা এবং ত্যাগের প্রয়োজনীয়তার উদ্বেগ হল ঝুম্পা লাহিড়ীর স্পর্শকাতর নতুন কাহিনী সংকলন "Unaccustomed Earth"-এর বিষয়। তাঁর প্রথম কাহিনী সংগ্রহ "Interpreter of Maladies" এবং তাঁর নতুন উপন্যাস "The Namesake"-এ ঝুম্পা, যিনি আসলে একজন বাঙালি উত্তরসূরী, জন্মেছেন লন্ডনে, বেড়ে উঠেছেন Rhode Island-এ এবং বর্তমানে Brooklyn এ বাড়ি করে—প্রমাণ করে কোন জায়গার সঙ্গে নিবিড় সংযোগের ক্ষেত্রে জন্মসূত্র বা রক্তসূত্র খুব জরুরি নয়। এই হয়ত সেই স্থান যা 'তোমাকে তুমি' হতে সাহায্য করেছে। তিনি অনুচ্চস্বরে বলেছেন, সেই স্থান হয়ত মানচিত্রে নেই।

এই অসাধারণ সংকলনটির আটটি গল্পই লাহিড়ির দেওয়া ভূমিকার নানান অংশে মিশে রয়েছে—ভূমিকাটি মূলত... Nathaniel Hawthorne-এর "The Custom House"-রচনার অধিবিদ্যাসংক্রান্ত একটি স্তবক থেকে উদ্ধৃত, যেখানে দেখা যায় সে প্রতিরোপিত (transplanting) মানুষ নতুন ভূমিতে আরো শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী হয়। Hawthorne যুক্তি দেন, মানুষের ভাগ্য তখনই পরিবর্তিত হয়, যদি নারী এবং পুরুষ উভয়েই, "নিজেদের মূলকে অপরিচিত পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট করে" (Strike their roots into unaccustomed earth)। এই রচনার নানান প্রান্তে লেখিকা যে পরিবর্তনগুলির সম্ভাবনাকে এড়িয়ে গেছেন, তাদের জন্য এটি একটি যথাযথ ও সুচিন্তিত উক্তি। এখানে দুই প্রজন্মের বাঙালি, আমেরিকায় অভিবাসন করে নবাগত যারা এবং সঙ্গে তাদের সন্তান। সাধারণ আর সুরক্ষিত জীবনের জন্য সংগ্রাম করে তারা। কিন্তু ঝুম্পা Hawthorne-এর তত্ত্বে বিশেষ আমল দেন না। এটা কি সত্য যে পুনর্বার রোপণ উদ্ভিদকে শক্তিশালী

Scanned with CamScanner

করে? অথবা এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কি মিশ্র ফলাফল পাওয়া সম্ভব?

তাঁর চরিত্রগুলো নতুন পরিবেশে যেহেতু পরিণত হওয়ার সাথেই ক্ষমতা রাখে বিরাট কোনো পরিবর্তনের ভূগোল সুরক্ষার কোন অঙ্গীকার দেয় না। ঝুম্পা দেখিয়েছেন যে যেখানেই বসবাস করুক না কেন সুযোগের আচমকা আঘাতে মানুষ যে কোন সময় পতিত হতে পারে, নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে নানান ঘটনা তাদের আঘাত করতে পারে—তা সে ভাগ্যের ফেরে দুর্ঘটনাই হোক বা স্বাস্থ্য বা আবহাওয়া সংক্রান্ত। বেশির ভাগ সময় তারা আরো কম নাটকীয় বিরুদ্ধতায় ভোগে—ব্যর্থ প্রেম, মদ্যপানজনিত সমস্যা, এমনকি সাধারণ নিষ্ক্রিয়তা—এই ধরনের সমস্যা প্রত্যেকের কাছে উপেক্ষণীয় যদি না কোনো ব্যক্তি এগুলোর দ্বারা বশীভূত হয়। 'Brief Encounter-এর কথক লরার মতোই। ঝুম্পার কাহিনীর নারী এবং পুরুষরা নিজেদের অপ্রত্যাশিত আবেগের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তারা তাঁর সঙ্গে একমত, "I didn't think such violent things could happen to ordinary people"। বারংবার পাঠক এই চরিত্রগুলির আবেগে ধরা পড়ে যায়। এবং তাতে তাদের পরিভ্রমণ, তাদের ব্যবহারিক দূরদৃষ্টি বা তাদের গোপনীয়তাও বিশেষ সাহায্য করে না।

গ্রন্থটির প্রথম ভাগের পাঁচটি গল্পই আত্মনির্ভরশীল। "Hell Heaven"-এ অঙ্গীভূত বাঙালি আমেরিকান কথক মনে করেন কীভাবে কত সামান্য ভাবনা তিনি একদা নিজের যুবতী মায়ের আত্মত্যাগে দিয়েছিলেন। তাঁর ছোটবেলায়, একজন গ্র্যাজুয়েট ছাত্রের প্রতি তাঁর মায়ের যে যন্ত্রণাদায়ক প্রতিদানহীন আবেগ ছিল তাকে তিনি পুনর্গঠন করে। "Only goodness"-এ এক বড় বোন সীমা সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষা পায়। তার আত্মধ্বংসে মত্ত ছোট ভাই-এর প্রতি তার দায়িত্ববোধের সীমা সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষা পায়। 'A Choice of Accommodation"-এ দেখানো হয়েছে এক বাঙালি আমেরিকান স্বামী এবং তাঁর কাজ পাগল অ্যাংলো স্ত্রী যখন সপ্তাহান্তে সন্তানদের ছাড়া স্বামীর বাল্য প্রেমিকার বিয়েতে যোগদান করতে যান তখন তাদের মধ্যে শক্তি যে নৈতিক শক্তি সক্রিয়তা পালাবদল ঘটে, তারই বৃত্তান্ত । "Nobody's Business"-এ আমেরিকান স্নাতক, তার রুমমেট, এক বাঙালি-আমেরিকান ও স্নাতক স্কুলছুটকে ব্যগ্রভাবে কামনা করে। কিন্তু মেয়েটি তার রুমমেটের প্রতি কোন রোমান্টিক মনোভাব রাখে না। বাঙালি পাত্রপক্ষ থেকে হবু-স্বামী হওয়ার প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে সে নিজেকে সে এবং একজন বদমেজাজী, স্বার্থপর মিশরের ইতিহাসবিদের বাগদত্তা মনে করে।

শির্ষকনাম্নী কাহিনীতে রুমা, একজন বাঙালি আইনজীবি, তার মায়ের জীবনধারা অনুযায়ী পেশা পরিত্যাগ করে স্বামীকে অনুসরণ করে দূরের কোন শহরে চলে যায় এবং দ্বিতীয় সন্তানের জন্মদানের জন্য প্রতীক্ষা করে। "growing up, her

mother's example–moving to a foreign place for the sake of marriage, caring exclusively for children and a household–had served as a warning, a path to avoid. Yet this was Ruma's life now." অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় লালন পালনের বেগ রুমাকে হয়ত প্ররোচনার যন্ত্রণা থেকে আড়াল করেছিল। কিন্তু তাঁর বিপত্নীক পিতাকে রক্ষা দেয়নি। যখন তিনি তাঁর কন্যার সঙ্গে দেখা করতে পেনসিলভানিয়া থেকে শিয়াটল আসেন তখন তিনি রুমাকে একটি আমেরিকান প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন, "এসব তোমায় সুখী করবে তো?" তিনি অনুরোধ করেন রুমাকে, যাতে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে না রেখে কোনো কাজের খোঁজ করে এবং এও বলেন... "Self reliance is important"—অতীত চারণ করে তিনি তাঁদের বিবাহের প্রথম দিকে স্ত্রীর অসন্তুষ্টির কথা স্মরণ করেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, "he had always assumed Rumas life would be different," কিন্তু তাঁর কন্যা যদি Seattle-এ সেই জীবন নির্বাচন করে যা সে কলকাতাতেও করতে পারত তাহলে কে বলতে পারে যে এইটি আর এক ধরনের স্বাধীনতার প্রমাণ নয়?

রুমা অবাক হয়ে ভাবে, তার বাবা কতখানি "resembled an American in his old age with his gray hair and fair skin he could have been practically from anywhere." মেয়েকে দেখে যদিও বাবার ঠিক উল্টো প্রতিক্রিয়া হয়, "She now resembled his wife so strongly that he could not bear to look at her directly". রুমার পরিচয়, ঝুম্পার মতে, বিশ্বের সমন্বয়সাধন দ্বারা যতটা না প্রভাবিত হয়েছে তারে চেয়ে নিজের ইচ্ছার অন্তর্গত নির্দেশের দ্বারা-বেশি হয়েছে। সে আমেরিকার মাটির জীব, তবু সে নিজস্ব আবেগ নিজেই নিজের মধ্যে বহন করে। বাসস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবর্তনের কী কী বাস্তব সম্ভাবনা? ঝুম্পা জিজ্ঞেস করতে চান এর সীমা কোথায়? ... হয়ত সংস্কৃতি আর সংঘর্ষময় হৃদয় মিশ্রিত হয়ে পরের নিয়ে যায় পরিচ্ছদে Wonder Bread and Curry..... .

রুমার অবহেলার বাগান পরিচর্যা করার সময় রুমার বাবা তাঁর নাতিকে শেখাচ্ছিলেন কীভাবে বীজ বুনতে হয়। ছোট্ট ছেলেটি গর্ত খোঁড়ে, কিন্তু তাতে লেগো, প্লাস্টিকের ডাইনোসোর, কাঠের ব্লক, তারাসহ পুঁতে দেয়। আন্তর্জাতিক, প্রাগৈতিহাসিক, মহাজাগতিক—সমস্ত প্রতীকচিহ্নই একটি বাগানে পোঁতা হয়েছে। আদর্শ ভবিষ্যতের বা ইউটোপিয়ার এরা ভবিষ্যদ্‌বাণী, এমন কিছু যা যে কোন জায়গায় বা কোথাও না থাকতে পারে। কেমনভাবে এটি বেড়ে উঠবে?

ঝুম্পার সর্বশেষ তিনটি কাহিনী, "Hena and Kaushik" নামে দলভুক্ত

Scanned with CamScanner

করা হয়েছে। এই গল্পগুলি মুখ্য শীর্ষক চরিত্রগুলোর ইতিহাসের সমাপতিত অংশ উদ্‌ঘাটিত করে। অভিবাসী (immigrant) বাঙালি পরিবারের এই মেয়েটি এবং ছেলেটি, তাদের জীবনের তাৎপর্যময় মুহূর্তে এই গল্পে উঠে আসে। 'Once in a lifetime' শুরু হয় ১৯৭৪ খৃ. এই বছর কৌশিক চৌধুরী এবং তার বাবা-মা কেমব্রিজ ছেড়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসে। সাত বছর বাদে যখন চৌধুরীরা আবার ম্যাসচুসেট্‌স্-এ ফিরে আসে, হেমার বাবা-মা হতভম্ব হয়ে যান, "Bombay had made them more American than Cambridge had"। পরের গল্পে 'Year's End' কৌশিক Swarthmore-এ শেষের বছরে বাবার পুনর্বিবাহের সংবাদ মোকাবিলা করে এবং বাবার নতুন স্ত্রীও ও সৎমেয়ের তার সাক্ষাৎকার হয়। সর্বশেষ কাহিনী 'going Ashore' হেমাকে দিয়ে শুরু হয়, যে Wellesley-তে একজন লাতিন ভাষার শিক্ষক। বাবা-মা-র স্থির করা হিন্দু পাঞ্জাবী পাত্র নবীনের সঙ্গে বিবাহের আগে সে কিছু মাস রোমে ছুটি কাটাতে যায়। হেমার নবীনের ঐতিহ্যময়তা ভাল লাগে ও সে তাকে শ্রদ্ধা করে, "It touched her to be treated at 37, like a teen aged girl." দম্পতি স্থির করে তারা মাসচুসেয়েট্‌সে বসবাস করবে। কিন্তু রোমে গিয়ে কৌশিকের সঙ্গে তার দেখা হয়, যে তখন একজন বিশ্ববিখ্যাত যুদ্ধ-চিত্রগ্রাহক (war-photographer)। কৌশিক মনে করে, "As a photographer, his origins were irrelevant" কিন্তু কৌশিকের উৎপত্তি ঠিক কতটা অনাবশ্যক হেমা বা তার নিজের কাছে? এবং হেমা কাকে নির্বাচন করবে? রোমান্টিক মানুষটি যার নিজের স্মৃতির বাইরে গৃহ নেই? বা বাস্তববাদী মানুষটি যে গৃহ বানাতে চায় যেখানটা তার স্ত্রী নির্বাচন করে থাকার জন্য?

নামটুকু ছাড়া 'Hema and Kaushik" যে কোন আমেরিকার মানুষের শৈশবের স্মৃতি বয়ে আনে, যে কোন আমেরিকানের সাবালকত্বের আপসের অম্লমধুরতা পরিগ্রহণ করে। ঝুম্পা দেখিয়েছেন প্রজন্মগত সংঘর্ষ জাতীয়তার সীমা অতিক্রম করে। স্মিথ এবং টেইলরের পরিবারের মধ্যে যে কদর, প্রতিযোগিতা এবং সমালাচনার স্রোত বয় তা যে কোন মফঃস্বলে হতে পারে। এবং হেমা আর কৌশিকের মধ্যে যোগাযোগ আর নিয়ন্ত্রণের যুদ্ধ শৈশবে বা সাবালকত্বে গুহাবাসী নারী-পুরুষের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের সময় থেকে চলে এসেছে।

ঝুম্পা তাঁর চরিত্রগুলিকে কোন বাধাধরা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে গড়ে তোলেননি। তিনি তাদের অরক্ষিত ভাবে গড়ে তুলেছেন। যেন তিনি তাদের সঙ্গ দিয়েছেন, বা বলা যেতে পারে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন—কাঁঠের জাফরি বানিয়েছেন গল্পটি বেড়ে ওঠার জন্য। তাঁর গল্প পড়া যেন বিভিন্ন উদ্ভিদের বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক ভিডিও

পর্যবেক্ষণ-প্রতিটির নিজস্ব বিকাশচক্র, মৃত্তিকা ভেদ করে বিকশিত হওয়া, সম্পূর্ণভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া ও আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে আসা।

ভারতীয় ডায়াস্পোরায় কিছু লেখিকা

চিত্রা ব্যানার্জি দিভাকারুনি পরিসংখ্যানে বিশ্বাস করেন না। এই তথ্যের দ্বারা তিনি একেবারেই প্রভাবিত হন না যে তাঁদের পরিপূরক পুরুষ অংশ থেকে বেশি আছেন ভারতীয় আমেরিকান লেখকরা।

কিন্তু যা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল সে সম্পর্কে এই প্রথম আবির্ভাবকারিনী, বেস্ট সেলিং ঔপন্যাসিক (Sisters of my heart) বলেছেন, "হঠাৎ এক বিস্ফোরণ, হঠাৎ করে প্রচুর ভারতীয় আমেরিকান লেখক চড়া স্বরে বলছেন যে আমরা অনেক দিন ধরে কিছু বলতে চাই।"

আমেরিকার বিশাল শহরে যে কোন বইয়ের দোকানে ভারতীয় ডায়াস্পোরা লেখকদের বই-এর বিশাল সংখ্যা নিবিড় ছাপ রেখে যায়। লেখকদের মধ্যে প্রবীণা অনিতা দেশাই, ভারতী মুখার্জি এবং বাপসি সিদ্বা, যিনি প্রায় দুই দশক ধরে বই প্রকাশ করে চলেছেন এবং একজন পাঁচ বছরের কম সময় ধরে আছেন।

চিত্রা ব্যানার্জি দিবাকারুনি—Sister of My Heart, কিরণ দেশাই—Hullabatoo in ...., অঞ্জনা আপ্পাচানা—listening Now, ভারতী কিরচনার—Sharmila Book, সুজাতা মাসে—The Flower Master, ইন্দিরা গণেশন—Inheritance এবং সাউনা সিং বলডউইন।

ঝুম্পা লাহিড়ী তার গল্প সংগ্রহ, Interpreter of Maladies-এর জন্য সাম্প্রতিক প্রতিশ্রুতিমান চল্লিশ অনুর্দ্ধ লেখক হিসেবে সম্মানিত হন।

ঝুম্পা এবং চিত্রার ছোটগল্প 1999-র রচনাবলীর অন্তর্গত শ্রেষ্ঠ গল্প হিসেবে Houghton Mifflin থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতীয় ডায়াস্পোরা লেখকদের তালিকায় আরো কয়েকজন লেখক হলেন—শানি মুখু—(Cereus Blooms at Night) ত্রিনিদাদ থেকে, এবং গুয়েনা থেকে মারিনা বুধোস—The Professor of Light.

প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা এবং লেখিকারা স্বীকার করেছেন কেন লেখিকারা তাঁদের পরিপূরক অংশ, পুরুষ লেখকদের তুলনায় উন্নতমানের কাজ করেছেন কারণ মহিলারা পুরুষদের তুলনায় বেশি গল্প পড়েন।

"বই-এর ক্লাবগুলি পাঠিকাদের দ্বারা বেশি চালিত হয়", চিত্রা বলেন, "স্বভাবতঃই লেখিকারা সহজেই পাঠক খুঁজে পান।" কিন্তু তাঁরা কি বহুসাংস্কৃতিক বিষয় সমন্বিত বই পড়েন?

Scanned with CamScanner

"গুরুতর ভূমিকা গ্রহণকারী ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যক অভিবাসী, যাঁরা আমাদের বই পড়েন কেননা, তাঁরা তাঁদের নিজস্ব সম্প্রদায়কে ভালভাবে বোঝেন, তাঁদের আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না। কারণ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যে লিখি, সেটা যে সমস্ত লেখকরা চীন বা ভারতে বেশির ভাগ সময় বাস করছেন তাঁদের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়।"—চিত্রা বলেছেন, "কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান আমেরিকান মহিলা পাঠক, যাঁরা তাঁদের মাঝে বাস করা বিদেশীদের জানতে কৌতূহলী তাঁরাও তাঁদের গল্প পড়েন।

তিনি সঙ্গে একমাত্র বলেছেন, "একথা ভাবা ভুল হবে যে আমাদের পাঠক শুধুই মহিলারা। হাজার হাজার পুরুষ পাঠকও আমাদের লেখা পড়েন।"

চিত্রার বক্তব্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মারিনা বুধোস যোগ করেন ডায়াস্পোরা লেখিকারা "গল্প বলেন এমন একটি পরিপ্রেক্ষিতে যা সচরাচর সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয়। এই ধরনের কাহিনীর জন্য চাহিদা রয়েছে।" আফ্রিকান লেখিকা Toni Morrison-এর মত । ডায়াস্পোরা লেখিকারা তাঁরা নিজেদের কাহিনী বৃহত্তর জনজাতির মধ্যে বলেন যা একজন আমেরিকান লেখকের প্রকাশ করার ভঙ্গীর বিপরীত। লেখিকাদের সাফল্যের আরো একটি শক্তিশালী কারণ, "অনেক লেখকের ক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্যের যাত্রা তাঁর গৃহের বাইরে ঘটে।" বুধোস আরো যুক্ত করেন, "কিন্তু মহিলা লেখকদের ক্ষেত্রে স্বভাবসুলভ ভাবে কাহিনী পরিবারের প্রসঙ্গে তৈরি হয়। এবং মহিলা পাঠকেরা এই ধরনের বই-এ নিমগ্ন হয়—এবং তারা এও দেখতে ভালোবাসে যে এই লেখিকারা সাংস্কৃতিক ও বহুসাংস্কৃতিক সংঘর্ষকে উদ্‌ঘটিত করে শুধু নয়, বরং এই ধরনের নিষিদ্ধ বিষয়গুলিও যেন অগম্য-গমন।"

ভারতীয় লেখকদের মধ্যে লেখিকারা নিছক সংখ্যার ভিত্তিতেই তাদের পরিপূরক পুরুষ অংশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তা নয়, বরং মহিলা গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করতেও তারা অধিক সফল। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে চিত্রা বহু মহিলা গোষ্ঠীর জন্য পাঠ করেছেন, তাঁর মধ্যে সখি এবং মানবীও আছেন।

San Jose-এ Maitri-র সভাপতি চিত্রা প্রশ্ন করেছেন, "এটি খুব স্বাভাবিক যে আমরা খুব সহজেই দক্ষিণ এশিয় মহিলা লেখক গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারি, নয়কি? তিনি বলেছেন, "আমাদের মধ্যে অনেকে, ভারতবর্ষ এবং এখানে, মেয়েরা যে গভীর ভীতি এবং আঘাতের সম্মুখীন হয় তাকে সাবলীল ও সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশে সমর্থ হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখানো হয় শক্তিশালিনী এবং আত্মবিশ্বাসী নারীর জাগরণ। কিছু কিছু চরিত্র, পাঠিকা এবং সক্রিয় মহিলা কর্মীদের জন্য উত্তম অনুকরণযোগ্য হয়ে ওঠে।"

উত্তর আমেরিকায় বসবাস বহু লেখিকার পক্ষে অনেক লাভজনক

হয়েছিল—"আমার মা লেখিকা হতে চেয়েছিলেন কিন্তু পরিবারের দায়িত্বের জন্য হতে পারেননি।" দুই কিশোর পুত্রের মা একথা বলেন।

"যদি আমি ভারতে বাস করতাম, আশা করা হত, বিয়ে করতে হবে, বাচ্চা মানুষ করতে হবে এবং জীবিকা অর্জন করতে হবে—যদিও সব মিলিয়ে এগুলি খুব বেশি চাহিদা রাখে না। অবশ্যই ভারতের লেখিকারা সাফল্য লাভ করছেন। কিন্তু সেখানকার সংগ্রাম এখানের থেকে অনেক বেশি।"

অঞ্জনা আপ্পাচানা, এক কন্যা সন্তানের জননী—একই মত অবলম্বন করেন। তাঁর বিশাল উপন্যাস "Listening Now" লেখার সময় তিনিও অনুভব করেছেন আমেরিকায় বসে লেখা সহজতর কেননা সেখানে তিনি নিজের জন্য যথেষ্ট স্থান বা ঘর পান।

"কারোর ক্ষেত্রেই লেখা বৈধ কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। ভাবা হয় যে কোন বা সব কাজের জন্য লেখাকে পাশে সরিয়ে রাখা সম্ভব—বাড়ির কাজের জন্য, অতিথি আপ্যায়ন বা রান্নার জন্য ... এবার আমাকে বলো—যারা বাড়ির বাইরে কাজ করে তাদের জন্য কতজন রান্না করার জন্য, মুদির দোকানের জন্য, কাপড় কাচা বা অতিথি আপ্যায়নের জন্য কাজ থেকে ছুটি নেয়? কেউ না, ঠিক তো?

তিনি অভিযোগ করেন, "এর কারণ তাঁরা বাড়ির বাইরে কাজ করেন এবং কারণ তাঁদের নিয়মিত রোজগার আছে যা তাঁদের কাজকে বৈধতা দেয়।" সঙ্গে তিনি যোগ করেন একজন লেখকের জীবন তুলনামূলকভাবে ভারতবর্ষের তুলনায় আমেরিকায় অনেক স্বস্তিদায়ক।,

"যদি তুমি একজন লেখক হও, তোমর কাজকে সর্বদা পরিহার্য মনে করা হবে। আশা করা যাবে যে তাকে তুমি কারোর জন্য বা সবার জন্য একপাশে সরিয়ে রাখবে। যদি তুমি এর পরিবর্তে অর্থ পাও সবাই আশ্চর্য হয়ে যাবেন! তারা ভাববে তুমি কী ভাগ্যবান! পক্ষান্তরে তুমি যা উপার্জন করো, হয়ত খুব কমই-তা বেঁচে থাকার জন্য কখনোই যথেষ্ট হয় না"—তিনি বলেন।

"একটি লেখা থেকেই অর্থ উপার্জন হয় না—তুমি তা করতে পারবে না। অর্থ তুমি যদি পাও তাহলে তা উপরি পাওনা। কিন্তু প্রতিটি লেখিকার ঘাম-রক্ত তাঁর লেখায় মিশে থাকে। এটি এত সহজে আসে না।"

একজন মহিলার পক্ষে তাঁর লেখার জন্য একটি ঘর পাওয়া খুব সহজ নয়, "যদি না তুমি তোমার লেখাকে অগ্রাধিকার দাও, কেউ গুরুত্ব দেবে না। একজন পুরুষ তার ঘরের দরজা বন্ধ করে লেখা-পড়া বা যা খুশি করতে পারে, কিন্তু একজন মহিলা পারে না।"

Scanned with CamScanner

উপরন্তু অগ্রাধিকরণ মানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক fellowships এবং grant এর উত্তম সদ্ব্যবহার। আপ্পাচানা Endowment থেকে চার বছর আগে Arts-এর জন্য $ 200,000 জেতেন।

একজন লেখিকার গ্রান্ট অর্জন করা, বিশেষতঃ একজন অভিবাসী হিসেবে লেখকদের তুলনায় ভিন্ন ফলাফল দেয়। শনি পুথু তাই মনে করেন।

লেখিকাদের সংখ্যাধিক্য ও নিরবিচ্ছিন্ন জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও প্রকাশনার জগতে এখনও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছে, তিনি বলেছেন, "তাই বিশ্ববিদ্যালয় বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী থেকে যা অনুদান পাই তা আমাদের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।"

নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষায় লেখিকাদের উৎপাদনশীলতায় আরো বৃদ্ধি ঘটেছে। এটি প্রতিষ্ঠিত বাস্তব যে লেখিকারা এখনো অবহেলিত। Carolyn G. Hart, Sisters in Crime-এর পূর্বতন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, "পুস্তক প্রকাশনী সংস্থা এখনো নিয়ন্ত্রিত পুরুষ কার্য নির্বাহক, পুরুষ সম্পাদক, পুস্তক বিক্রেতার দ্বারা এবং লেখিকারা তাঁদের প্রাপ্য পাচ্ছেন না। এবং এটি সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—যাঁরা মূলধারার উপন্যাস লিখছেন বা জাতিসংক্রান্ত গ্রন্থ লিখেছেন।"

"এমনকি একজন লেখিকার বই যদি একজন লেখকের চাইতে বেশিও বিক্রি হয়, লেখিকা কিন্তু অনেক কম লাভ করেন।"

চিত্রা মনে করেন তথ্য আদান-প্রদান, যোগাযোগ রক্ষা, অর্থপূর্ণ লেখা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া একে অপরের পাঠে যোগদান—এর ফলে গড়ে উঠেছে, "লেখিকা গোষ্ঠীর ধারণা।" তিনি বলেন, "আমরা যারা দুটি বা তিনটি বই রচনা করেছি তাঁদের কাছ থেকে তরুণ লেখিকারা অনেক সহায়তা পাবেন। তাঁদের নতুন করে সমস্ত কিছুর খোঁজ নিতে হবে না।"

ঝুম্পা লাহিড়ী, যাঁর গ্রন্থ ভারতে এবং চিত্রার আন্তরিক সমর্থন পেয়েছে, তিনিও এই যোগাযোগ রাখার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। যখন কিছু মাস আগে চিত্রা তাঁর রচনা থেকে পাঠ করেন, ঝুম্পা তাঁর ১০০-তম উৎসাহী যোগদানকারিনী ছিলেন।

ইজরায়েলে ডায়াস্পোরা এবং ইংরেজি লেখক :

ইজরাইলে ইংরেজি লেখকরা সমৃদ্ধশালী হিব্রু সাহিত্য এবং উন্নয়নশীল হিব্রু সংস্কৃতির স্রষ্টাদের থেকে দীর্ঘ নির্বাসিত এবং দূরবর্তী হয়ে ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা অতীতে পাঁচ ভাবে সাড়া জাগিয়েছিলেন—তাঁরা হিব্রু ভাষায় লেখা শুরু করেন—(Rewven Ben Yoseph, Harold Schimmel) নিশ্চুপ হয়ে যান, (Richard Flantz) প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত হন বা বদলি হন, (Elazar, Reva Sharon) দেশ ছেড়ে চলে যান— (Barbara Rogan, Ed Codish) অনেকে আবার পরিস্থিতি অগ্রাহ্য করে লেখা চালিয়ে যান।

ইজরায়েলে ইংরেজি লেখক হলে তিনি কোন প্রকাশক পাবেন না। সমালোচনা বা পর্যালোচনা হবে না এবং তিনি পাঠক পাবেন না তাঁর লেখার যাঁরা বিদেশে গ্রন্থ প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন তাঁরা স্থানীয় সংস্কৃতিতে বিদেশি হিসেবে পরিগণিত হবেন। যদিও কেউ কেউ প্রচেষ্টার দ্বারা নিজেদের পরিত্যক্ত সংস্কৃতির ধারক হয়ে থাকেন (যেমন—Shirby Kaufman) ঘন ঘন দেশ গমন এবং তাৎপর্যময় যোগাযোগের মাধ্যমে বা জাতীয়তা এবং সাংস্কৃতিক বিশ্বাসে বিভেদের মূল্য দিয়ে।

সাম্প্রতিক কালে পরিস্থিতির সুগভীর বদল ঘটেছে। ইন্টারনেটের সর্বব্যাপিতা এবং পরিচয়হীনতায় ইজরায়েলের অনেক ইংরেজি লেখকের সুযোগ হয়েছে বহির্বিশ্বের সঙ্গে কথোপকথন চালানোর। বিশ্বের সমকালীন রচনা পাঠ করা, রচনা সৃষ্টি করা বা সাংস্কৃতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বন্ধন গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে সহজে ও কম ডাক খরচে। ইজরায়েলে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু লেখকের নিজেদের লেখা সম্বন্ধে আবদ্ধতার অনুভূতি জাগে। Web-এর মাধ্যমে তাঁরা সার্বজনীনতা ও পরিচয়হীনতার সুযোগ উপভোগ করেন যা তাঁদের কল্পনাকে মুক্ত করে।

Web ইজরায়েলে শুধু ইংরেজিকে বহাল করে তাই নয়, ইংরেজি লেখকদের একটি মঞ্চ, একটি বিপনন ক্ষেত্র এবং পাঠকও দেয়। সে সঙ্গে মতপার্থক্য বা সমর্থন জানানোর মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। ঔপন্যাসিক এবং সাংবাদিক Robart Rosenberg 1995 Ariga প্রতিষ্ঠা করেন। এটি একটি রাজনৈতিক সংবাদ, কবিতা এবং ছোট গল্পের মত উদার শিল্প বিভাগ থেকে মন্তব্য সমন্বিত সাময়িক পত্র। মাঝে মাঝে যে সমস্ত প্রতিবেদকরা এখানে লেখেন তাঁরা Rochella Mass-এর মত স্থানীয় কবি, যাঁরা আরো অন্যান্য অসংখ্য প্রযুক্তিগত সাময়িকপত্রে নিয়মিত তথ্য দান করেন।

তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী যাই হোক না কেন, লেখকরা অসাধারণভাবে বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী শ্রোতাকে নিজেদের মতামত অবগত করেন। বিশেষত: মধ্য প্রাচ্যের সাম্প্রতিক সংঘর্ষের পর। ২০০০ সালের অক্টোবর মাসে কবি এবং ছোটগল্প রচয়িতা Helen Motro 'Living Among the Head lines' নামক একটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধে Jamal Ali Dirah-র সঙ্গে পরিচিতির গল্প শুনিয়েছেন, যেখানে তাঁর সঙ্গে শান্তি প্রাপ্ত পুত্রের তাঁরই একটি চিত্র প্রচারিত হয়েছে। তাঁর প্রতিবেদন ছিল—প্যালেস্টাইনবাসী এবং ইজরায়েলবাসীর সংঘর্ষে পিতা তাঁর পুত্র মহম্মদকে রক্ষা করতে পারেননি। এই প্রতিবেদন তাঁকে ওয়াশিংটন

Scanned with CamScanner

ভিসি ভিত্তিক সংস্থা Search for common ground 2001-র ইজরায়েল প্রেসবিভাগ থেকে 'Common Ground Award for Tournalism in the middle East' সম্মান নেয়। কবি এবং ডিজিটাল শিল্পী Reva Sharon এই ভূমিতে এই সময়ে বেঁচে থাকার অনুভূতি কেমন হয় এই বিষয়ে বিশ্বের মনোযোগের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়— 'We shall Overcome'-এ জেরুজালেমে তাঁর বাড়ি থেকে সামান্য দূরে বোমা বর্ষণের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া জানান। এখানে জাতীয় ঘটনাও, জাতীয় ঘটনা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া গুলিকেও ব্যক্তিগত এবং বলে মনে করা হয় Sharon 'Evil While the world watches'-এ অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন যে রাজনৈতিক মত হল পরিচয় এবং অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়। "আমার দেশের মানুষের নামে কলঙ্ক রটানো হচ্ছে, আমার জাতিকে দানবীয় করা হচ্ছে, এটা আমাদের অ-হস্তান্তরযোগ্য মানবিক অধিকার যা নানাভাবে ত্যাগ করতে বলা হচ্ছে লোভ, ঘৃণা এবং জেহাদের বহু পিপাসার বেদিতে। এইটি আমাদের জাতীয় যুক্তিবাদী আন্দোলন Zionism, যাকে অসম্মান করা হচ্ছে। এইটি আমার সম্মান যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে।"

প্রকাশনী সংস্থা প্রচুর আছে এবং দিন দিন বাড়ছে। এই প্রকাশনী সংস্থা এবং পুরস্কারগুলি ইজরায়েল প্রেসের কাছে সাধারণত কোন স্বীকৃতি পায় না এবং শুধু নিয়মরক্ষার খাতিরে উল্লেখিত হয় হিব্রু প্রেসে। Helen Motro, যিনি Jerusalem Post-এ লেখেন, তাঁর পুরস্কারের কথা উল্লেখ তারা করে না এবং পুরস্কারের সম্মান জানা সত্ত্বেও Ha'aretz-এর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে : আরব প্রেস বিজয়ী হলেন Sari Nusseibeh এবং বিদেশি প্রেস বিজয়ী হলেন Financial Times এবং Diminic Moisi ।

আদর্শগত অবশ্য পালনীয়তা সত্ত্বেও Zionist Land-এ হিব্রু লেখা অসংখ্য নতুন অভিবাসীদের পক্ষে অসম্ভব ছিল কেননা তাঁদের ভাষাতাত্ত্বিক অক্ষমতা এবং নতুন দেশের সঙ্গে আপেক্ষিক দূরত্ব তাদের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বা হয়ত তাঁদের কাছে স্বস্তিদায়ক বা লাভজনক মনে হত নিজের মাতৃভাষায় রচনা করা। অথচ অনেক সাংবাদিক ক্রমাগত নিজেদের পেশায় যোগসূত্রের মত নিজেদের সমর্থন জানায়, যদিও এটি সাহিত্যের রচনাকারদের জন্য সত্যি নয়। অনেক লেখকের কাছে এখানে যেন "ডায়াস্পোরা" কোন এক মাত্রায় তাঁদের কাজের মধ্যে থাকে। অন্যত্র কোথাও সেখানে সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক এবং ব্যক্তিগত কেন্দ্রবিন্দুর ভাব অন্যত্র যা মাতৃভূমি হিসেবে ইজরায়েলের প্রতি পরিবর্তনীয় কিন্তু দৃঢ় প্রতিশ্রুতিদান একসঙ্গে সংঘটিত হয়। নানাভাবে এই আশ্চর্য অবভাস (Phenomen) দেখা যায় যেখানে বাস্তবে গৃহ (Home) হল Holy Land-এ,

কিন্তু অনুগত অন্য ভাষার প্রতি—Zionist অভিজ্ঞতায় এ ঘটনা প্রায় অভিনব। প্রতিটি ভাষা সমষ্টির পৃথক সমস্যা ও আগ্রহ আছে। Arabia, Georgian, Russian, French, Hungarian, Amharic ইত্যাদি ভাষায় ইজরায়েলের লেখকরা মনোযোগ দাবী করে।

কিন্তু ইংরেজি লেখকদের ক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত মোচড় আছে। Anglo Saxon রাষ্ট্রসমূহ থেকে লেখকদের Zionist মাতৃভূমি হিসেবে বরণ করার মধ্যে নিগ্রহের রূপে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। যদিও ধরে নেওয়া যায় প্রতিশ্রুতির বন্ধন না থাকার ফলস্বরূপ লেখকরা হিব্রু ভাষায় সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়,—এটা আসলে ঘটনা নয়। Dan Pagis এবং Aharon Applefeld-এর মত ইউরোপীয় লেখকরা বিপুল উৎসাহে মাতৃভাষা পরিত্যাগ করে পরিণত বয়সে হিব্রুভাষা দখল করেন এবং সাহিত্য জগতে নেতৃত্বস্থানীয় হন। আবার তাঁদের মধ্যে কতিপয় ইংরেজি লেখক যেমন Renven Ben Yoseph এবং Harold Schimmel হিব্রুতে স্থানান্তরিত হয়েছেন। বেশিরভাগ অ্যাংলো লেখকরা ইংরেজির প্রতি অনুগত ছিলেন। বাকিদের মধ্যে হয় তাঁরা লেখা বা দেশ ছেড়েছেন বা নিশ্চুপ হয়ে গেছেন।

হিসাব করে দেখা যায় 500 জন পেশাগত বা অর্ধ পেশাগত ইংরেজি সাহিত্য রচয়িতা ইজরায়েলে আছেন, আর ন্যূনতম পক্ষে এক হাজার মানুষ লেখাকে তাঁদের শখ হিসেবে রেখেছেন। তথ্য যোগাড় করার সময় দেখেছি যে সব লেখকরা মসী ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন তাঁদের তালিকাভুক্ত করার কোন রাস্তা নেই, তাঁরা বিদেশে আমেরিকান ছদ্মনামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, বা ইজরায়েল ছদ্মনামে বাস করেন। সেসব মানুষদের নিয়ে ব্যাপক কোন পরিসংখ্যান যাঁরা ইজরায়েলী হিসেবে পরিচয় দেন কিন্তু ঠিকানা এড়িয়ে চলেন বা দেশ ছেড়ে দিয়ে লেখা চালিয়ে যান। এখানে লেখকদের কোন সুস্পষ্ট বিভাগ নেই, ইংরেজি লেখকরা যেহেতু প্রবহমান তাই বলা যায় এঁরা প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। যে দলটি এখানে আলোচিত হয়েছে, তারা যেন অনিয়ন্ত্রিত ও প্রবহমান।

এই লেখকরা তাঁদের লেখার ভঙ্গিমার দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাঁদের শৈলী, তাঁদের প্রকাশনার সাফল্য এবং হিব্রু লেখকের নিয়ন্ত্রক গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁদের সহযোগিতা বা অঙ্গীভূত ক্ষমতার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য কমবেশি সার্বজনীন।

বিষয়বস্তু প্রায়শই স্থানীয়। ইজরায়েলের চরিত্র দানকারী ঘটনা এবং পরিস্থিতি থেকে গৃহিত। সঙ্গে কখনো কখনো বিগত দিনের ছায়াও থাকে। Shirby Kaufman-এর River of Sall, 1993 গ্রন্থ থেকে "The Satus Quo"-এর (২) অন্যতম উদাহরণ—

Scanned with CamScanner

সেপ্টেম্বরের বালি এখনও তেতে আছে
সাগরের তীরে সকলে যায় আর আমরা ভেসে থাকি
লাল বল দেখতে দেখতে হাল্কা শরীরে—
আকাশ আর সাগরের মাঝে ঘুরপাক বাই
অন্ধকারে ঢেউ আমাদের তুলে ধরে
তীরের দিকে, ইচ্ছুকভাবে যেন
কিছুই ঘটেনি, আমরা ফিরে যেতে পারি
একইরকম উত্তোলন যা চলে গেছে
যেন দমকা বানের পর মরুভূমিতে উঁচু রাস্তা
যেন বাড়িগুলি, গতকাল যা উড়িয়ে দিয়েছি।

Ruth Lacey, যিনি সম্প্রতি ওয়েল্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে English Writing in Israel-এর ওপর MFA thesis সমাপ্ত করেছেন, বলেছেন, "প্রত্যেকেরই Intifada এবং Hamsin-এর ওপর কবিতা আছে। (৩) অবশ্যই আবহাওয়া এবং রাজনীতি উভয়ই বিশ্বব্যাপী বিষয়। কিছু রোমাঞ্চকর উপন্যাস রচিত হয়েছে জেরুজালেম সম্পর্কে। উদাহরণস্বরূপ, সেগুলি Robart Rosenberg এবং Barbara Sofer রচনা করেছেন। প্রায়ই এই ধরনের শৈলী ব্যবহার করা হয় কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক বিষয়কে সরেজমিনে তদন্ত করতে। অন্যান্যরা যেমন Naomi Regan ইজরাইলকে বেশি ব্যবহার করেন, তিনি সেখানে Judaism কে আংশিক প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করেন।

কবিতার মত কম জনপ্রিয় রচনাশৈলীতে সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে প্রায় রাজনৈতিক এবং সমাজতাত্ত্বিক অস্তিত্বের অন্তঃসম্পর্ক থাকে। এবং দৈনন্দিন বিষয়গুলি যা তাঁদের পরিপূরক, ইংলন্ড এবং আমেরিকায় অভিজ্ঞতা করা যায় সেই বিষয়গুলি তৎক্ষণাৎ ডায়াসপোরায় ইংরেজি ভাষার পাঠকের কাছে সহজগম্য নয়। অন্তঃরাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক পরিস্থিতির সংযোগের সঙ্গে একটি সমস্যা হল রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের আপেক্ষিকতা। ইজরায়েলে একজন লেখক রাজনৈতিক মূল্যের বেষ্টনী ও মানের মধ্যে কাজ করতে পারেন যা সবসময় অ-ইজরায়েলি ইংরেজি ভাষার পাঠকদের কাছে প্রত্যক্ষভাবে দৃশ্যমান বা হৃদয়ঙ্গমযোগ্য হয় না। প্রায়শই, ইজরায়েলে বাস করার জন্য সচেতনতা ও এই স্থান নির্বাচন থেকে যে সুবিধা গড়ে ওঠে তা ঘনিষ্ঠতা ও পরিচয়ের সঙ্গে সংযুক্ত। প্রয়াত Zuggy Frankel-র জেরুজালেমের ওপর কবিতা এর উদাহরণ। একজন Holo caust উত্তরজীবির পরিপ্রেক্ষিতে এর বিষয়টি গড়ে উঠেছে, যে নিজেকে Joseph Conrad-এর থেকে বেশি Agnon বা Amichai বা Bellow বা Rath -এর সঙ্গে একাত্ম বোধ করেন।

জেরুজালেম
আমি জানি গত চার হাজার বছর সে ওখানে দাঁড়িয়ে/ তাও সে আমার কাছে ক্ষণস্থায়ী
এক অস্থায়ী নিবাস, যেখানে আদিবাসী মিশ্রিত হয় না
যেন পবিত্র তেল আর জল
তাদের অন্যত্র যাবার পথে
সাগরতীর আর বন্দর চাই
হয়ত কারুর জেরুজালেমে আসা উচিৎ আপাপবিদ্ধ কিন্তু আমি
আমি আমার পশ্চাদধাবন করি
আমার প্রথম প্রেমিকা
আমার প্রথম যুদ্ধ
এবং আমার প্রথম মহাদেশ
এ সময় আমি প্রথমবার দেখি
বৃশ্চিক, এক জেরুজালেমের পাথরে নীচে (৪)

অভ্যন্তরাগত হিসেবে ইজরায়েলের সমালোচনার অধিকার ইংরেজি লেখকদের(৫) মধ্যে পরিব্যপ্ত ছিল। কিন্তু সেখানে বিদেশি বহিরাগত হিসেবেও একটি অতিরিক্ত পরিপ্রেক্ষিত ছিল। Rina Ribalow-র কবিতা 'Jerusalem of Heaven, Jerusalem of Earth' শুরু হয় এবং পুনরাবৃত্তি করে, "আমি মনে করি এই স্থান আমার হৃদয় ভঙ্গ করবে" (৬) যেন এই শহর একজন প্রেমিক। কিন্তু এই সুদীর্ঘ কবিতার আগাগোড়া এই আশ্চর্য ঘনিষ্ঠতা একটি অদ্ভুত ভাবের পাশাপাশি রয়ে গেছে—

শহরের সুর
স্বর্গের দিকে বন্দনা গান গায়,
আমি কেউ নই
আমার কানে কানে বলে
দেখ, কেউ ভাবে সেও কেউ নয়।

যখন সংখ্যালঘুর ভ্রান্ত এবং স্থানচ্যুত পরিচয়কে সমাজের প্রতিটি উপাদান দাবী করে তখন অনভিজাতের ধারণা ভিন্ন দিকে তাৎপর্যমন্ডিত হয়। এবং Anglo-Saxon অভিবাসী বিশেষাধিকার ভোগী বিবেচিত হয় আনুমানিক আর্থ সামাজিক এবং শিক্ষাস্তরের কল্যাণে। সংখ্যালঘুর সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের যে কোন প্রচেষ্টার (অত্যাচারিত দরিদ্র, Sephardic বা Arab) একটি প্রবণতা থাকে অকৃত্রিমতার তুলনায়, কৃত্রিম ও পোষণমূলক হিসেবে প্রচলিত হওয়া। এখানে একটি প্রাচীন

Scanned with CamScanner

ইহুদি চুটকি (Joke) এর সঙ্গে Rina Ribalow-র সংযুক্তিকরণ ঘটেছে, যেখানে—প্রার্থনায় দাবী করা হয়েছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপাদানে পরিণত হওয়ার অকৃত্রিমতা বিশেষভাবে এখানে আছে যা ইংরেজি লেখকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

ইজরাইল সংস্কৃতিতে অনেকবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসেবে Sebhardi, Arab, নারী বা অভিবাসীর প্রতিনিধিত্ব করা। প্রত্যেকে স্থানচ্যুত হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বর মর্যাদা পেতে চায়, সেখানে একজন ইংরেজি ভাষী লেখককে সাংস্কৃতিক অসুবিধা ভোগ করতে হতে পারে। (৭) তিনি একমাত্র এই উপ-সংস্কৃতি Anglo-Saxon গোষ্ঠীর জন্যই বলতে পারেন। এবং এই সুবিধাভোগী সমাজ স্থানীয় লেখকদের অনুসরণ করা অপ্রয়োজনীয় মনে করে। এবং সেখানে এক সীমিত 'স্বাভাবিক' পাঠক গোষ্ঠী আছে। ইজরায়েলে ইংরেজি লেখকদের মনে হয় তাঁদের নিজেদের কারণের জন্য বক্তব্য রাখার বক্তার প্রয়োজন হয় না। এবং তাঁদের নিজের দেশের সাহিত্যের ব্যাপারে তাঁরা পুস্তক আমদানি করে সাংস্কৃতিক ক্ষুধা নিবৃত্ত করেন।

ইংরেজি-ইজরায়েলী পাঠকের মধ্য থেকে ইংরেজি লেখকদের প্রতি উদাসীনতা থাকা সত্ত্বেও এক অভিনব ভাষাতাত্ত্বিক বন্ধন আছে। ইজরায়েলে অ্যাংলো অভিবাসীদের ইংরেজি প্রায়ই ইংরেজি আর হিব্রুর মাঝামাঝি ভাষা থেকে উদ্ভূত হয় যা বেশিরভাগ দ্বৈত ভাষার অভিবাসীদের বৈশিষ্ট্য।(৮) যদিও লেখকরা মাঝে মধ্যে ইংরেজির চলিত প্রবাহ প্রতিরোধ করেন, সেখানেও একটি স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ আছে। একজন লেখককে একবার প্রশ্ন করা হলে তবে তিনি প্রথমে তাঁর ক্ষেত্রে হিব্রুর প্রভাব অস্বীকার করেন। কিন্তু তারপর তাঁর অন্বেষক, Norma Simms কে লেখেন, "আমি এক ইজরায়েল বসতি স্থাপনকারী হিসেবে Chutzph, balagon এবং Khamon ইত্যাদি হিব্রু শব্দ ছাড়া কী করতে পারি যেখানে শব্দ আমার ইংরেজি শব্দভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে? এর সমস্ত কৃতিত্ব ইজরায়েলী ইংরেজিকে দিতে হয় যে ক্রমাগত স্থানীয় অধিবাসীদের থেকে শব্দ যোগাড় করে এবং পরিচিত শব্দের নতুন ব্যবহারের মাধ্যমে প্রসারণ ও উন্নয়ন ঘটায়।" (৯)

ইংরেজি প্রসারণের নতুন অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্তির তুলনায় একে একেবারেই 'স্থানীয় রঙে' (Local Color) দেখা যেতে পারে, এবং তাও অভিনব ইজরাইলী পরিস্থিতির (যেমন balagor, Chutzpah) সঙ্গে সমঝোতার কৌশলে।

যে সমস্ত লেখক হিব্রুতে বাস করে ইংরেজিতে লেখেন, অভিনব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে তাঁদের নিজেদের কৌশলের উন্নয়ন করা উচিত এবং কখনো হিব্রু প্রকাশভঙ্গি অনুবাদ করা উচিত। আমি আমার দুটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিতে চাই—আমার নাম, Karen লেখার সময় আমি 'horn of moses' -এর উল্লেখ

করি কু-সংস্কার নিয়ে কবিতাকে বলা হয় 'opening a mouth to Satan' দুটি উদাহরণই ইজরায়েলীরা বলবে, 'fall between the chairs' এবং ইজরায়েল বা ইংরেজি দর্শকদের কারো কাছেই সঠিকভাবে অর্থ স্থাপন করতে পারে না।

Michael Barnstein লক্ষ্য করেছেন তাঁর গ্রন্থের চরিত্রগুলো ইংরেজি রচনায় সঞ্চারিত হিব্রু ভাষী। আমি নিজেই কোথাও লিখেছিলাম হিব্রু ঘটনার ইংরেজিতে অনুবাদের সাংস্কৃতিক সমস্যার কথা—উদাহরণ Galilee সাগরে স্কি করা, একটি ঘটনা যা ইংরেজিতে রাজা জেমসের অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা দেয়, হিব্রুতে পাওয়া যায় না। ধর্মীয় রচনার অনুবাদে এই ধরনের পরিস্থিতি অভিনব এমনকি যখন আমরা ভাষা অনুবাদ করি, তখনো এবং আরো একটি পরিচ্ছদ লেখা যায়—কিছু কিছু লেখকের হিব্রু না নিয়ে ইংরেজি নেওয়ার বিবেচনার ওপর। কেননা হিব্রু হল, "পুণ্যের ভাষা বাইবেলের ভাষা, কিন্তু ঔপন্যাসিকের নয়" [The Language of Holiness, of the Bible, but not of a novelist] (১০)। যদিও এই বিষয়ের ভাষাতাত্ত্বিক সম্ভাবনা রয়েছে, আমার জ্ঞানত: এই অবভাসের উপর খুব সামান্য কাজই হয়েছে। কিন্তু এটি বলবৎ আছে এবং আরো অনেক অবশ্যম্ভাবী বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত।

ইংরেজিতে বাইবেল লেখা ইজরায়েলে ইংরেজি লেখা মধ্যে যে সদ্‌গুণ ও দোষ বিষয়, পরোক্ষ ইঙ্গিত, সাংস্কৃতিক পরিচয় Judaism বাইবেল, এবং/ অথবা প্রার্থনার সঙ্গে যুক্ত। M. Bornstein এর Sand Devil, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বাইবেলীয় প্রসঙ্গে নিমজ্জিত। এবং Shirly Kaufman, Linda Zisquit, Reva Sharon, Lois Ungar এবং বাকিরা অসংখ্য এবং প্রসারিত midrashim লিখেছেন। নারীবাদীরা ঘন ঘন বাইবেলের কাহিনি পুনর্গঠন করেন, তাৎক্ষণিকতা ও ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে। (১২) বাইবেলের সঙ্গে এই সংযুক্তি এবং ব্যাখ্যা আমেরিকার সাহিত্যে খুব জনপ্রিয় কিন্তু সাংস্কৃতিক চিত্রে এটি ইজরায়েল সাহিত্যে সাধারণ নয়। সমাজের ধর্মীয়/অধর্মীয় বিভাগ অধর্মীয় লেখকদের বাইবেলীয় উৎস থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করে। যদিও এঁরা ইংরেজি ভাষী সংস্কৃতিতে মূলগতভাবে বজায় থাকে না।

ইংরেজি এবং হিব্রু সাহিত্যের মধ্যে এই সংযোগের অভাবকে ১৯২০-র দশকে নিউ ইয়র্কের সেই সমস্ত Yiddish কবিদের বিপরীতে রাখা যায়, যারা এতখানি আধুনিকতা ও স্থানীয় কবিতা নিজেদের সাথে মিশিয়ে ফেলা সত্ত্বেও Yiddish-এ লেখা চালিয়ে যেতে পারেন।

এই লেখকরা একটি 'সম্পূর্ণ' এবং সমকালীন ঐতিহ্য থেকে এসেছেন এবং এই নতুন সংস্কৃতি, ভাষাতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যিক দ্বন্দ্ব হল অতিরিক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় বোঝা। স্থানীয় হিব্রু লেখকের রচনা পাঠ করা চাইতে Philip Roth বা Elaine

Scanned with CamScanner

Feinstein-এর সাম্প্রতিক রচনা পাঠ করা বেশির ভাগের কাছে সহজ এবং লাভজনক বেশিরভাগ সাহিত্য প্রসঙ্গ অন্য রাষ্ট্র থেকে আসে। যদিও অন্য দেশের তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার একাকীত্ব হয়ত সংলাপকে খানিকটা অচল বা কেন্দ্রচ্যুত করে তোলে। হিব্রু আর ইংরেজী সংস্কৃতির এই ফাঁককে ভরাটের একটি রাস্তা হল অনুবাদ। ইজরায়েলে ইংরেজীতে লিখিত সাহিত্যের হিব্রুতে অনুবাদ হওয়া খুব বিরল কিছু নয়। এর ভিত্তি হল ইজরাইল সংস্কৃতির স্বীকৃতি এবং অথবা একীকরণ। Naomi Rogen লক্ষ্য করেছেন, "United States-এ সাফল্যের সঙ্গে গ্রন্থ রচয়িতা হিসেবে পরিচিতি হলেও তিনি জেরুজালেমে সম্পূর্ণ অপরিচিত ... এটি তখনই সম্ভব হয় যখন তাঁর বইয়ের শেষাংশটি হিব্রুতে অনূদিত হয়" (14). Riva Rubin, Shirley Kaufman এবং Jeffrey green-এর মতো অনেক কবি হিব্রু ভাষায় রচনা করতেন, হিব্রু পত্রিকায় সবিশেষরূপে সমালোচনা বা পর্যালোচনা বেরিয়েছিল এবং সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্তি ঘটেছিল (15) এর অর্থ এই নয় যে তাঁদের কাজ ইজরায়েল সমাজের সাংস্কৃতিক দিক থেকে অখণ্ড। সমালোচনা—পর্যালোচনা, সাক্ষাৎকার এবং সাহিত্যিক পুরস্কার সত্ত্বেও সামান্য কয়েকজন ইংরেজি লেখক ও সাহিত্যিক আদর্শ ছিলেন। সামান্য কয়েকজন বিশ্বের সভা-সমিতি এবং উৎসবে ইজরায়েলের প্রতিনিধিত্ব করতেন, সামান্য কয়েকজন সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্মপন্থায় অংশ গ্রহণ করতেন। তাই বলা যায় ইংরেজি লেখকরা আবশ্যিকভাবে ইজরায়েল সমাজ থেকে নির্বাসিত হয়ে গিয়েছিলেন, কখনো হয়ত হিব্রু সাহিত্যকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতেন (16)। Shirley Kaufman এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও তিনি ইজরায়েলে সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে পরিচিতি লাভ করলেন জনপ্রিয় নারী কবিতা সংকলন সম্পাদনা করে—The Defiant Muse.

যখন ইজরায়েলে কোন ইংরেজি লেখক স্থানীয় ঘটনাবলী ব্যবহার করেন, তিনি দেখেন যে তাঁর দ্বারা ইজরায়েলী এবং ইজরায়েলবাসী বান্ধব Anglo-Sazon -দের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। অতীতে হয়ত আরো কঠিন ছিল মাতৃভূমির বিষয়ের ওপর কাজ করা। কারোর মূল দেশের ওপর লিখতে গেলে স্থানীয় অস্তিত্ব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজনীয় Naomi Ragen একজন লেখিকা হিসেবে সফল হয়েছেন কেননা, "তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন এবং ইজরায়েলে নিজস্ব ব্যক্তিগত ইংরেজি ক্ষেত্র গড়ে তুলেছেন (17)। যে দেশে প্রতিদিনকার জীবন এত আক্রমণাত্মক যে সেখানে ব্যক্তিগত ইংরেজীর ভুবন গড়ে তোলা অসম্ভব। এই নির্বাসনে লেখার মধ্যে বিপদ আছে কারণ এর ফলে তাৎক্ষণিকতা হারিয়ে যায়। ইজরায়েলে বাস করা এবং তারা অস্তিত্বকে অস্বীকার করার নির্বাচনের মধ্যে আদর্শগত প্রয়োগ থাকে। কিছু লেখক বাস্তবে বোধ করতে

থাকেন যে তাঁর সাধারণ, সর্বব্যাপী অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন এবং এখন এমন এক জায়গায় নিমজ্জিত হয়েছেন যা ইংরেজির মত বিদেশি ভাষায় বক্তব্য রাখা যায় না। একজন প্রাক্তন লেখক অভিযোগ করেছেন তিনি এই কারণে লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। যখন লেখার তাড়না তাঁকে তাড়িয়ে বেড়ায় তিনি চেষ্টা করেন অন্য কিছু করে তাকে দূর হটাতে।

ভাষাতাত্ত্বিক আর সাংস্কৃতিক সমস্যার চাইতে বেশি হল বিপণন সমস্যা। ইংরেজী লেখার প্রায় কোন নির্গমন পথ নেই। একে ব্যাখ্যা করার জন্য আমাকে রাশিয়ান রাইটার্স ইউনিয়নের সঙ্গে তুলনা করতে হবে। Federation of Writers Unions একটি পৃষ্ঠপোষক সংস্থা যা সমস্ত বিদেশি ভাষার লেখকদের ইউনিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। চোদ্দটি লেখকদের সংঘ আছে, যেমন—জার্মান, পোলিশ, রুমানিয়ান, আরবি, হব্দিশ, জর্জিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান, লুথিয়ানিয়ান, স্প্যানিশ, য়ুরিক এবং ইংরেজি। রাশিয়ান রাইটার্স ইউনিয়নের ৪০০ জন সদস্য আছেন, সমস্ত দেশে শাখা আছে। উদার হস্তে অর্থ সাহায্য আসে নানা সরকারি উৎস এবং ব্যক্তিগত অনুদান দাতার কাছ থেকে। সহায়তা পাওয়া যায় প্রেস থেকে, সংবাদপত্রে নিয়মিত আর সম্পূর্ণ প্রতিবেদন মুদ্রণের মাধ্যমে, বেতার যন্ত্রে অনুষ্ঠান এবং বার্ষিক সম্মেলনের মাধ্যমে। যদিও সেখানে অনেক লেখক ছিলেন যাঁরা ইংরেজীতে লিখতেন, The English Writers Union মাত্র 70 জন সদস্য, একটিমাত্র বার্ষিক পত্রিকা এবং সদস্যদের প্রতি মাসিক এক সংবাদ সংকলন নিয়ে জাঁক করে। সাহিত্য-সন্ধ্যা, আলোচনা সভা, সম্মেলন রুশ লেখকদের জন্য বৃহৎ অর্থ সংগ্রহ ছিল প্রধান উপার্জনের উৎস কারণ রুশ গোষ্ঠী এদের প্রবল সমর্থন করত। এছাড়া প্রবেশিকা, পুস্তক বিক্রয় এবং লেখকদের বৈধতার দ্বারা অর্থ উপার্জন হত। এই কর্মসূচীসমূহ সংবাদপত্র ও বেতারযন্ত্রের সহায়তা পেত এবং দর্শক বহু সম্মিলিত হত। অনেক অতিথি ইজরায়েলে রাশিয়ান ভাষার ক্রমান্বয়ে সমর্থন উপলব্ধি করতেন যা ইজরায়েলের সাধারণ সংস্কৃতির উন্নয়নের প্রতি অবদান এবং ব্যক্তিগত গৃহাকুলতাময় এক সন্ধ্যা হত, যা কিনা তাঁদের নতুন সমাজে খাপ খাওয়ানোর হাত থেকে নিষ্কৃতি দিত।

ইংরেজি সাহিত্য সন্ধ্যা, যতটুকুই হোক না কেন সব সময় সুগৃহীত হয়নি। যদি না তাদের ব্যয়বহনকারী বা সমর্থনকারী এমন কোন সম্মানীয় সংস্থা থাকত, যার বৃটিশ কাউন্সিল বা কোন Synogogue-এর মতো নিয়মিত দর্শক আছে, তবে ইংরেজী সাহিত্য সন্ধ্যা কয়েকজন মাত্র লেখক এবং তাঁদের বন্ধু-বান্ধব সমন্বয়ে গড়ে উঠত যদিও জনপ্রিয় আমেরিকান। বৃটিশ 'Slam' প্রতিযোগিতা জেরুজালেমে হতো ইংরেজী সংবাদপত্রে সাহিত্যিক কার্যাবলীর কথা ছাপার জায়গার অভাবের ফলে অনুগ্রহ করে বিজ্ঞাপন দিত। এই অবভাস সাম্প্রতিক কালে পরিবর্তিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

Jerusalem Post এবং English Ha'Aretz ইদানীং কালে ইংরেজির সাহিত্য ব্যক্তিত্ব এবং সাহিত্যিক কর্মপন্থাকে সহায়তা করছে। এমনকি গ্রন্থ বিক্রয়ের জন্য বিপণনও করছে। Steimatsky- bookstore chain —যারা কার্যত ইজরায়েলে একচেটিয়া ব্যবসা করে এবং তা সম্ভব হয় শীর্ষস্থানীয় ছাড়া বাকি সমস্ত হিব্রু কবিতা রাখার মাধ্যমে আর যথার্থ ইংরেজী পাঠকদের থেকে প্রবৃত্ত ইংরেজী সাহিত্যগ্রন্থ মজুত রাখার মাধ্যমে। সম্প্রতি প্রায় সমস্ত লেখকদের এই বিষয়ে সাক্ষাৎকার নিয়ে পাঠানো হয়েছিল Amazon. Com, এবং বহ্নিমভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল এই বিকল্পতার অভিঘাত।

এটি সম্ভব সংঘ এবং বিক্রয়ের জন্য সাহায্যদান এই পরিস্থিতির উৎকর্ষসাধন করতে পারে, কিন্তু ঘটনা হল অধিকাংশ ইংরেজী ভাষী লেখক সমাজতান্ত্রিকের চাইতে বেশি গণতান্ত্রিক সমাজ থেকে এসেছিলেন এবং নিজেদের রচনাকে তাঁরা স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা হিসেবে গণ্য করতেন, সমষ্টিগত প্রচেষ্টা নয়। বা তাঁদের কোন সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন ছিল না। বৈসাদৃশ্যপূর্ণভাবে কম্যুনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য Writers Association গুলি তাদের অভিবাসন ঘটার সাথে সাথেই তাদের সংঘবদ্ধ চালচিত্রকে ইজরায়েলে বদলি করে দিয়েছিল।

অনেক ইংরেজি লেখক ইন্টারনেটের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রচনা-গোষ্ঠিতে যোগদান করেছেন। ইদানীংকালের ইন্টারনেট অবভাস অসংখ্য লেখকের জন্য দুয়ার খুলে দিয়েছে। অনেক সময় তা হয়ত অসংগতভাবে। ইজরায়েল মরোক্কান কবি, Moshe Benarroch হিব্রু সম্পাদকদের দ্বারা ভুল বোঝায় ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং ইংরেজী আর স্প্যানিশ ভাষায় লিখতে শুরু করেন। শেষাবধি এত সাফল্য পেলেন যে হিব্রুভাষায় তাঁর রচনা আবিষ্কৃত এবং প্রকাশিত হলো। পুরনো প্রবাদ বাক্য প্রমাণিত হল—দেশে যশ পেতে হলে, বিদেশে বিখ্যাত হতে হবে।

কিছু ইন্টারনেট লেখকদের সাফল্য এই তত্ত্বকে চিত্রায়িত করে যে তাৎক্ষণিক লালিত কাব্যময় পরিবেশ প্রত্যক্ষতাকে লালন করেন। শ্রোতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্টতা এবং সমীচীনতার অভাব এক অভিনব কণ্ঠ গড়ে তোলে। Benerroch-র কবিতা মূলহীন, ভাষাহীন ভাব গড়ে তোলে।

আমরা
যখন আমি বলি আমরা
কে আমি
আমি কি ইজরায়েলবাসী
যে প্যালেস্টাইনবাসীকে মারি
অথবা মরক্কোবাসীকে
শান্তির সন্ধানে

আমরা মানে আমি
শোষিত অথবা
শোষক
যখন আমি বলি আমরা
আমি
কখনো যাইনি যুদ্ধে
কখনো যাইনি বন্দিশিবিরে
যখন আমি আমাদের দেখি
কোন আরববাসীকে মারি না
যখন আমি বলি আমরা
প্রস্তর ছুঁড়ে মারে আমায়
মরক্কোবাসীর সন্তানরা
যখন আমি বলি আমরা
আমি কি সত্যি আমি (18).

Benarroch মাঝে মাঝে চিরকালীন ভ্রাম্যমান ইহুদীর ডায়াস্পোরার প্রতিচ্ছবি বুনন করেন, যে প্রতিটি স্থান খুব অদ্ভুত এই ভাব এবং ইহুদীয় পরিচিতি অপরিহার্য যে কিন্তু স্বস্তিদায়ক নয়। এটি ইজরায়েলে ইংরেজিতে রচিত কবিতাকে চরিত্রদান করে।

আপাত অবাস্তব কিন্তু কার্যত সত্য, মাতৃভূমিতে এই অদ্ভুতের দ্যোতনা হয়ত ইজরায়েলে ইংরেজি লেখা এবং হিব্রু লেখার মধ্যে যোগসূত্রেও। হিব্রু লেখার বৈশিষ্ট্য হল বিচ্ছেদ। হিব্রুর মূলগত লেখক হিসেবে Amos Oz বলেছেন, "প্রাথমিকভাবে আমি ইহুদী লেখক, আমি একজন ইহুদী লেখক হয়ে সারাজীবন লিখব একটি গৃহের জন্য যন্ত্রণা নিয়ে। যদি তারপর গৃহ পাই, এই যন্ত্রণা নিয়ে ভাবব যে এটি আমার নিজস্ব নয়।" (19)

ইহুদীর গৃহহীনতা হয়ত অন্যতম একটি পছন্দ এবং হয়ত এই দ্বৈত ডায়াস্পোরা সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত নয়। Nathan Englander পরিসমাপ্তি টানেন তাঁর গল্পের—"In this way we are wise" এবং তাঁর ছোট গল্পের বই, 'For the Relief of Unbearable Urges-এর সমস্ত বই-এর। তিনি এর সঙ্গে মন্তব্য করেন যা ইজরায়েলের সমস্ত লেখকদের জন্য সাহিত্য। কাহিনীটি হল সন্ত্রাসবাদী দ্বারা আক্রান্ত এক ব্যক্তি মানসিক পীড়া অতিক্রম করে দৈনন্দিন জীবনে ফিরে আসছে, যেখানে নাথানের প্রেমিকা তাঁকে জানাচ্ছে "go play the expatriate at your cafe....". এবং এটি এই পংক্তিগুলি দিয়ে শেষ হয় "And even if the public bombing strikes you in a private way, hide that from everyone lest you be

Scanned with CamScanner

called out to lead them." (20).

এই প্রস্তুত থাকার প্রতি অনাগ্রহ, ইহুদী ইতিহাস আর Zionism এ বাধ্যতামূলকভাবে যোগদান হয়ত বিভেদের অন্য দিক, বিদেশী থাকার সংরক্ষিত দিক। বিদেশী ভাষার অন্তরণ ইংরেজী লেখকদের অনাবৃতকরণ, যন্ত্রণা, ঝুঁকি এবং ইজরায়েলে বাস করার দায়িত্ব থেকে সামান্য রক্ষা করে।

তথ্যনির্দেশ

(1) ন্যূনতম একটি ইন্টারনেট জার্নাল একজন ইজরায়েলবাসী দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে, যিনি তাঁর জাতীয় পরিচয় গোপন রেখেছেন যাতে তিনি তাঁর নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন। ন্যূনতম একটি ইজরাইল-অ্যাংলো স্যাক্সন শৃঙ্গার রসাত্মক সাহিত্য ছদ্মনামে প্রকাশ করেন।

(2) Shirley Kaufman রচিত River of Salt (Port Town send, Copper Cauyon Press, 1993).

আমার খুবই সন্দেহ আছে যে বিষয়টি ইজরাইল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মঞ্জুর হবে।

(4) Zuggy Frankel, collected Works (Tel Aviv 2000).

(5) লেখকের নিজস্ব কবিতায় অধিকার এবং দায়িত্বজ্ঞানের অদ্ভুত ব্যঞ্জনার প্রবেশ।

জেরুজালেম নিয়ে কবিতায় স্থগিতাদেশের আবেদন লেখক সারাজীবন জেরুজালেম নিয়ে কবিতা লিখতে পারেন

সেখানে একটি প্রস্তরও নেই।
যা শ্বাস নেয়, প্রেরণা দেয়
কিন্তু তাই হল ভীষণ ভীতিজনক
মানুষ অনুপ্রেরণার জন্য হনন করে।

(6) Jesusalem Review, I, 201-7.

(7) ইজরায়েলের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিত স্বদেশ-জাত ইজরায়েলীদের থেকে আলাদা হওয়ার ঝোঁক থাকে। বিগত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বিকল্প ব্যবহার ও কর্মপ্রক্রিয়ার জ্ঞানসহ সমাজকে বিচার করে। এই পরিপ্রেক্ষিতের ফলে বিভেদের এবং অক্ষমতার ব্যঞ্জনা আনতে পার বিকল্পভাবে উচ্চমান্যতার দ্যোতনা আনতে পারে। ইজরায়েলে ইংরেজী ভাষী নাগরিকরা সম-অবস্থানে বঞ্চিত মনে করতে পারেন অসুন্দর বাগবিন্যাস প্রণালী, উচ্চারণ, শব্দভাণ্ডার এমনটি 'আভ্যন্তরীণ' জ্ঞানের অভাব, স্কুলের থেকে যোগাযোগ, ব্যক্তিগত ইতিহাস ইত্যাদির সততা দ্বারা। সম্পূরক আবেগ হল অন্যতম উচ্চস্থানীয় জ্ঞান—যেন এই সংস্কৃতি বিবর্তনের আদিম অবস্থা। সমস্ত অভিবাসীর এই সাধারণ অভিজ্ঞতা তীব্র হয়ে ওঠে একজন ব্যক্তির জন্য যার পেশা বা যোগাযোগের পন্থা এই ভাষার মধ্যে আছে।

(8) কারণ বা অভিপ্রায় যাই হোক Tel Aviv এবং Jerusalem উভয়ক্ষেত্রে ইংরেজী লেখকের সংলাপ লেখন তাঁদের তাৎক্ষণিক পরিবেশের সংশ্লিষ্ট হয়। এটি আংশিকভাবে কেননা ইজরায়েল সমাজে ব্যক্তিগত নিভৃতি বা নির্জনতা বিলাসবহুল, আংশিকভাবে কেননা খবরের শিরোনাম সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিগত জীবনধারাকে প্রভাবিত করে। আংশিকভাবে কেননা এই লেখকদের জীবনযাত্রা যাই হোক না কেন তাঁরা ইজরায়েলে আসা পছন্দ করেন কারণ এখানে

Scanned with CamScanner